উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা

তালা-সাতক্ষীরা।

বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৫

(জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০২৫)

WEB:www.uddipto.org, E-mail:uddipto.jayontidas@yahoo.com, uddipto.org@gmail .com Mobile:01712-394855, 01745-95302

Address: Vill: Sujanshaha, Post: Sujanshaha, Post Code No: 9420, Upazilla: Tala, Dist: Satkhira, Bangladesh.

উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা (UMUS)

সম্পাদকীয়

সম্পাদকীয় উপদেষ্ঠা

জয়ন্তী রানী মন্ডল

সুমা সরকার

সম্পাদনায়

মনিশংকর হালদার

চিত্রায়নে

পলাশ দাশ

মনিশংকর হালদার

মধুসুধন দাস

সহযোগীতায়

দিলীপ কুমার দাস

গৌতম দাস

সূচীপত্র

সূচী	পৃষ্ঠা
সভাপতির বানী	৪
নির্বাহী প্রধানের বানী	৫
উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থার পরিচিতি	৬
উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থার কার্যক্রম	৬
দলিত এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক বঞ্চনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প	৭-১৮
ন্যাশনাল অ্যাডভান্সমেন্ট ফর গর্ভনেন্স অ্যান্ড রাইটস ইনিশিয়েটিভ ইন কমিনিউনিটিস (নাগরিক) প্রকল্প	১৯-২৯
দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠির ভূমি ও কৃষি ক্ষেত্রে নারী কৃষকদের অভিগম্যতা বাড়ানো”	২৯-৩২
উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থার অরর্গানোগ্রাম	৩৩

সুমা দাস (সভাপতি)

উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা

প্রাচীন কাল থেকেই সভ্যতা বিকাশে নারীর ভুমিকা অপরিসীম। নারী কখনো নদী, কখনো প্রকৃতি, কখনো কোমলতার, কখনো সৌন্দর্য্যের প্রতীক। নারীর জন্য যুদ্ধ বিগ্রহের ঘটনাও কম নেই পৃথিবীতে। অন্যদিকে বিশ্ব শান্তি স্থাপনে নারীর অগ্রগামী ভুমিকা ইতিহাসের স্বাক্ষী হয়ে আছে। এই পৃথিবীতে পারিবারিক বন্ধন, বংশবৃদ্ধির ক্রমধারা অব্যাহত রাখা, মানবীয় গুনাবলীর সম্মিলন ঘটানো, সর্বোপরি জীবনকে সুন্দর ও পূর্নাঙ্গরুপে গড়ে তোলার ব্যাপারে নারী-পুরুষ উভয়ের সমান অংশীদারিত্ব রয়েছে। মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে নারী পরিবার, সমাজ, দেশ কিংবা আন্তরাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পর্যায়ে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। পাশাপাশি বিশ্ব ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হচ্ছে। মানব সভ্যতায় নারীর রয়েছে এরুপ বিপুল ঐশ্বর্যমণ্ডিত ইতিহাস। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, সেই নারীই আজ নিগৃহীত, নিপীড়িত, অপমানিত হচ্ছে অফিস আদালতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, পরিবার বা সমাজে। মুল শ্রোতধারার শিক্ষিত নারীদের যে দেশে এই অবস্থা সেখানে দলিত একং অনগ্রসর শ্রেনীর নারীদের অবস্থা বলার অপেক্ষা রাখে না। তারা সামাজিক ভাবে অবহেলিত যুগের পর যুগ, কুসংস্কারের বলি হয়ে আসছে আজন্মকাল, একবিংশ শতাব্দিতে এসে যেখানে বিশ্ব স্বপ্ন দেখে গ্রহ থেকে গ্রহান্তর জয় করার, মহাবিশ্ব পাড়ি দেওয়ার সেখানে দলিত নারীরা সেই স্বপ্ন দেখা তো দুরে থাক তারা তাদের স্বামী, সংসার, সন্তান লালন-পালনেই তাদের জীবন উৎসর্গ করতে হয়। সাথে আছে পারিবারিক ঘৃণা, পারিবারিক নির্যাতন, স্বামী- শশুর শাশুড়ীর গোলামী, পরাধীনতা, পারিবারিক ও সামাজিক বৈষম্য। তাদের জন্মের পর পিতা-মাতার কাছ থেকে বৈষম্যের হাতে খড়ি শুরু হয়। জন্মের পর থেকে খেলাধুলায়, চলাফেরায় সব স্থানে আছে সামাজিক ও পারিবারিক বৈষম্য, অধিকার বঞ্চিত করাসহ, ধর্ষণ, পারিবারিক নির্যাতন-এর মতো জঘন্যতম ঘটনা। এই ধরনের জঘন্যতম বিষয় দলিত এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর নারীরা তাদের ভাগ্য বলে মেনেই নিয়েছে। ফলে তারা অধিকার সম্পর্কে অসচেতন, শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, সরকারী-বেসরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান-এর সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত এ অবস্থা থেকে দলিত এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর নারীদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ২০০৩ সাল থেকে নিরলসভাবে কাজ করে আসছে উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে যারা দিনের পর দিন পরিশ্রম করছে, যাদের সুপরামর্শে উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা এগিয়ে চলেছে, যাদের অর্থনৈতিক সহযোগীতায় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে তাদের প্রত্যেকের প্রতি উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থার পক্ষ থেকে আন্তরিকধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

জয়ন্তী রানী মন্ডল (নির্বাহী পরিচালক)

উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা

নারী অধিকার মানবাধিকার থেকে ভিন্ন কিছু নয়। মানবাধিকারের সব বিষয়গুলোই নারী অধিকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নারী অধিকার এমন একটি বিষয় যা সব বয়সের নারীর জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে এ অধিকারের মধ্যে কিছু অধিকার সার্বজনিন ও কিছু অধিকার বিশেষায়িত। বিশেষায়িত অধিকারগুলো আইন, আঞ্চলিক সাংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠান, জাতি ও রাষ্ট্র ভেদে ভিন্ন হতে পারে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এ অধিকারগুলো সামাজিক কর্মকান্ড ও রীতি দ্বারা স্দ্ধি হতে পারে। তবে যেভাবেই দেখি না কেন, নারীর এ অধিকারগুলো নারীকে তার আপন সত্ত্বায় উদ্ভাসিত করে। নারী অধিকার নিয়ে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে রয়েছে, আন্তর্জাতিক আইন ও সনদ। জাতীয় গণ্ডির ভিতরে প্রায় প্রত্যেক দেশেরই নিজস্ব আইন আছে। সেই আইন কোন সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত আবার কোথাও বিশেষ আইন দ্বারা স্বীকৃত। আমাদের সংবিধানের ২৭ নং ধারাই বলা আছে, সব নাগরিক সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। আইনী আশ্রয় লাভের ক্ষেত্রে সব নাগরিকেরই সমান সুযোগ ও অধিকার থাকবে। সেখানে রাষ্ট্র নারী পুরুষের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য রাখবে না। এমনকি প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের সার্বভৌম সীমার মধ্যে রয়েছে কিছু পারিবারিক আইন। রাষ্ট্রের নাগরিকদের ধর্মভেদে এ আইন কার্যকর। এ ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের যতোটা সম্ভব বৈষম্য কমিয়ে আনা দরকার। যদিও অন্যান্য কিছু আইনে এর ব্যতিক্রম আছে। তবে সব পারিবারিক আইনেই নারীর অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। ইতিবাচক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে নারী তার সামান্য অধিকারটুকুও পায় না। বাংলাদেশে দলিত এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর নারীরা তাদের পরিবারে, সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছেও অবহেলিত। তারা পরিবার ও সমাজের কাছে ঘৃনীত, লাঞ্চিত ও অপমানিত হয়ে আসছে দিনের পর দিন। তাদের সামাজিক নিরাপত্তা নেই, ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত, মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই, সরকারী বে-সরকারী সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, শিক্ষা থেকে পিছিয়ে, বাল্য বিবাহের শিকার বেশী। এই নারীদের সম্মানের সাথে বেঁচে থাকা ও অধিকার রক্ষায় উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা ২০০৩ সাল থেকে নিরলসভাবে কাজ করে আসছে। এই কাজ করতে গিয়ে সফলতা যেমন এসেছে তেমনি বিফলতাও কম নহে। কার্যক্রম বাস্তবায়নে উন্নয়ন প্রয়াসী, সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের শুভাকাঙ্খিগণ,সহযোগী দলের সদস্যগণ, মাঠপর্যায়ের উন্নয়ন মিত্রগণ উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের সম্মানীত সদস্যগণ সর্বপরি দাতা সংস্থার সুহৃদগণ আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করেছেন। তাদের সকলের প্রতি রইল আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। আগামী দিনগুলোতেও তাদের সুপরামর্শ ও সহযোগীতা আন্তরিকভাবে কামনা করছি।

Est: 2003

উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা পরিচিতি

উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা একটি স্বেচ্ছাসেবী অলাভজনক বে-সরকারী উন্নয়নমূলক স্থানীয় পর্যায়ের সংস্থা। দলিত এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য দুর করার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা গঠিত হয়। নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য, জাতি, বর্ণ, ধর্ম ও শ্রেণী বৈষম্য দুর করে দলিত এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

সংস্থার লক্ষ্য :

সমাজের নারী ও দলিত জনগোষ্ঠীর অধিকার ও প্রাপ্যতা আদায়ের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নের মাধ্যমে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে তাদেরকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা, বিশেষত নারীর ক্ষমতায়ন করা সংস্থার মূল লক্ষ্য।

সংস্থার উদ্দেশ্য :

- কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন তৈরীর মাধ্যমে দারিদ্রতা দূরীকরণ ও দলিত নারীদের জন্য একটি প্লাটফর্ম তৈরী করা, যার মাধ্যমে দলিত নারীরা তাদের অধিকার ও প্রাপ্যতা আদায়ে উদ্যোগ নিতে পারে।
- স্থানীয় সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যার মাধ্যমে দায়িত্বশীল ও দরিদ্র সহায়ক শাষন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
- নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে তাদের সম্ভাবনার বিকাশ ঘটানোর জন্য সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত হয়।
- তথ্যে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা, যার মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রদত্ত সেবাতে দরিদ্র ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি পায়।

সংস্থার রুপকল্প:

এমন একটি পৃথিবী থাকবে যেখানে কোন প্রকার পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য ও জাতি ভেদাভেদ থাকবে না এবং প্রতিটি মানুষের নিজস্ব মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে।

উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থায় বর্তমানে নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ চলমান আছে :

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	দাতা সংস্থার নাম	বাস্তবায়িত কর্ম এলাকা
০১	**দলিত এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক বঞ্চনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প**	নাগরিক উদ্যোগ ও খ্রীষ্টান এইড	আশাশুনি-সাতক্ষীরা।
০২	ন্যাশনাল অ্যাডভান্সমেন্ট ফর গর্ভনেন্স অ্যান্ড রাইটস ইনিশিয়েটিভ ইন কমিনিউনিটিস (নাগরিক) প্রকল্প	GFAConsulting Group,Garmany সহযোগী সংস্থা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা: উই ক্যান বাংলাদেশ।	তালা উপজেলার খলিষখালী ও ইসলামকাটি ইউনিয়ন
০৩	লিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠির ভূমি ও কৃষি ক্ষেত্রে নারী কৃষকদের অভিগম্যতা বাড়ানো”	নাগরিক উদ্যোগ	তালা উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন

দলিত এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক বঞ্চনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প

উপকূলীয় এলাকার দলিত এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায় এবং অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে স্থানীয় সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক পরিবেশ তৈরি করা এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলিতে তাদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করার প্রয়াসে খ্রীষ্টান এইড এর আর্থিক সহযোগীতায় ও নাগরিক উদ্যোগ এর সহযোগীতায়, 'দলিত এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক বঞ্চনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা' (Combating Social Exclusion and Climate Change Impact on Dalit and Minority Communities) শীর্ষক একটি প্রকল্প স্থানীয় পর্যায়ের সংস্থার, সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে উপকূলীয় এলাকার দলিত এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অধিকার ও পরিষেবা প্রাপ্তি বিষয়ে স্থানীয় সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের অধিকার জোরদারকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক পরিবেশ তৈরি এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলিতে তাদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা।

লক্ষ্য:

উপকুলীয় এলাকার দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অধিকার এবং অন্তর্ভুক্তি বিষয় স্থানীয় সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের অধিকার জোরদার করা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ মুলক পরিবেশ তৈরি করা এবং প্রয়োজনীয় পরিসেবাগুলিতে তাদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা।

আউটকামসমূহ :-

উদ্দেশ্য ১: মানবাধিকার, আইনি অধিকার, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা এবং যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে উপকূলীয় সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন (সিএসও), স্বেচ্ছাসেবক এবং মাইনোরিটি প্রোমটার (এমআরপি)-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি।

উদ্দেশ্য ২: দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মধ্যে মানবাধিকার, আইনি অধিকার, যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার, জেন্ডার, জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা এবং সরকারি পরিষেবায় অভিগম্যতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

উদ্দেশ্য ৩: দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মধ্যে যুবদের অধিকার, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা এবং সরকারি পরিষেবায় অভিগম্যতা তৈরিতে কাজ করার জন্য তাদের সম্পৃক্ত এবং ক্ষমতায়ন করা।

উদ্দেশ্য ৪: দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অধিকার এবং সামাজিক অর্ন্তভুক্তি নিশ্চিতের জন্য স্টেকহোল্ডার এবং দায়িত্ব বাহকদের সক্রিয় সম্পৃক্ততাকে উৎসাহিত করা, তাদের নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচীতে একীভূত করার জন্য এডভোকেসি করা।

আউটপুটসমূহ :-

১. দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক সেশন প্রদান করা।
২. সরকারী ও বে-সরকারী পরিসেবায় দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করতে স্থানীয় সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে এ্যাডভোকেসি সভা করা।
৩. দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আর্থিক ক্ষমতায়নের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক ট্রেডবেজ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রশিক্ষণ পেতে সহায়তা প্রদান করা।
৪. সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্থ দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আইনি সহায়তা সহায়তা প্রদান করা।

কর্ম এলাকা ও উদ্দীষ্ট জনগোষ্টি:-

সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার আশাশুনি সদর , শোভনালী , কাদাকাটি , খাজরা এবং প্রতাপনগর ইউনিয়নের 'দলিত এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক বঞ্চনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্পের কর্ম এলাকা
নিম্নে বিস্তারিত কর্মএলাকা দেওয়া হলো:

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম	জনসংখ্যা
০১	০১	০৫	৩১	৩৯২৫
সাতক্ষীরা	আশাশুনি	১. আশাশুনি সদর	০১.আশাশুনি পূর্বপাড়া	
			০২.দয়ার ঘাট	
			০৩.জেলেখালী	
			০৪.সোদকুনা	
			০৫.আশাশুনি পশ্চিমপাড়া	
			০৬.শীতলপুর	
			০৭.শরদলপুর	
		২. শোভনালী	১. শোভনালী দাসপাড়া	
			২. শোভনালী মন্ডলপাড়া	
			৩. বসুখালী	
			৪.গোদাড়া	
			৫.শোভনালী কপালীপাড়া	
			৬.বদরতলা	
		৩. কাদাকাটি	১. খেজুর ডাংগা	
			২. তেতুলিয়া	
			০৩. যদুয়ার ডাংগা	
			০৪. টেংড়াখালী	
			০৫. বলাবুনিয়া	
			০৬. বৈরামপুর	
		৪. খাজরা	০১.খাজরা	
			০২.দূর্গাপুর	
			০৩.পিরোজপুর	
			০৪.জেলেপাড়া	

			০৫.মন্ডলপাড়া	
			০৬.চরপাড়া	
			সরদারপাড়া	
		৫. প্রতাপনগর	০১.প্রতাপনগর পরামানিকপাড়া	
			০২.নাকনা চেলেপাড়া	
			০৩.কুড়িকাউনিয়া	
			০৪.কল্যানপুর	
			০৫.কর্মকার পাড়া	

সম্পাদিত কার্যবলীঃ- ২০২৫

ক্রমিক নং	কর্মসূচীর নাম	লক্ষ্য	অর্জন	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		
				নারী	পুরুষ	মোট
৪.৩	ন্যাশনাল এন্ড ইন্টারন্যাশনাল ডে অবজারভেন্স ফর এরয়ারনেস রেইজিং অন মাইনোরিটি রাইটস	৪	৪	৫৯৫	৯২	৬৮৭
৫.১.৭	ফ্যাসিলিটেট ২ ডেস ট্রেনিং ফর সিএসও মেম্বারস্ অন অপারেশনাল এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট	১	১	৩	১৩	১৬
৫.১.৯	বাই-মান্থলি মিটিং অব এমআরপি এন্ড ভরান্টিয়ারস্ টু ফাইন্ড আউট এন্ড এড্রেস চ্যালেঞ্জেস	১	১	৯	১২	২১
৫.১.১০	ফরমেশন এন্ড সাপোর্ট টু ১৫ কমিউনিটি বেইজড্ অর্গানাইজেশন (সিবিওস) এন্ড ১৫ কমিউনিটি ইয়ুথ ক্লাবস (সিওয়াইসিস্) এট ইউনিয়ন লেভেল	১০	১০	১৬৮	৫৭	২২৫
৫.২.২	ফ্যাসিলিটেট ৩০০ কোর্ট ইয়ার্ড সেশনস্ উইথ কমিউনিটি পিপল অন রাইটস্, জেন্ডার, জিবিভি, ইম্প্যাক্ট অব ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড একসেস টু বেসিক সার্ভিসেস	১০০	১০০	২৭১১	৪৮১	৩১৯২
৫.২.৩	ফ্যাসিলিটেট ৯০ সেশনস্ উইথ কমিউনিটি পিপল অন রাইটস্, জেন্ডার, জিবিভি, ইম্প্যাক্ট অব ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড একসেস টু বেসিক সার্ভিসে	৩০	৩০	৫৪৭	২১৮	৭৬৫
৫.৩.১	অর্গানাইজ ডায়ালগ উইথ দ্যা লোকাল ইউনিয়ন পরিষদ অন দ্যা রাইটস্, এসআরএইচআর, জিবিভি, ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন এন্ড একসেস টু এভেইলেবেল সার্ভিসেস ইস্যুস্ অব দলিত এন্ড আদার মাইনোরিটি কমিউনিটিজ	১০	১০	১৩৩	১৬৮	৩০১
৫.৩.২	অর্গানাইজ হাফ ইয়ারলি এডভোকেসি মিটিং উইথ দ্যা লোকাল উপজেলা এডমিনিস্ট্রেশনস্ অন একসেস টু এভেইলেবেল সার্ভিসেস	১	১	১৯	২২	৪১
৫.৩.৩	প্রকল্পের অধীন পরিচালিত গবেষণার ফলাফল অবহিত করার জন্য স্টেকহোল্ডাদের সাথে জেলা পর্যায়ে এডভোকেসী সভার আয়োজন।	১	১	৩০	৪৯	৭৯

৫.৩.৭	সাপোর্ট ৬০ দলিত এন্ড মাইনোরিটি উইমেন থ্রু স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং	১৮	১৮	১৮	০	১৮
৫.৪.১	কোয়ার্টারলি মিটিং উইথ লোকাল সার্ভিস প্রোভাইডারস্ ফর স্টেনথেনিং নেটওয়ার্কিং এন্ড রেফারাল সার্ভিসেস	৪	৪	৪২	৪৭	৮৯
	মোট			৪২৭৫	১১৫৯	৫৪৩৪

ন্যাশনাল এন্ড ইন্টারন্যাশনাল ডে অবজারভেন্স ফর এরয়ারনেস রেইজিং অন মাইনোরিটি রাইটস:

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ **পক্ষ পালন ২৭ নভেম্বর** ২০২৫। সারা বিশ্বে নারী সমাজের নির্যাতন যখন বৃদ্ধি পায় তখন থেকে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ **পক্ষ** পালন করার উদ্যোগ গ্রহন করেন। তারই আলোকে আমরা উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা প্রতি বছরের ন্যায় আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ **পক্ষ পালন ২৭ নভেম্বর** ২০২৫ পালন করেছে।

পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারে নারী নির্যাতন বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন নারী সমাজ। যার কারনে প্রতি বছর সারা বিশ্বে এক পক্ষকাল ব্যাপি আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ **পক্ষ হিসাবে পালন করা হয়** ।

পূনিমা দাস, গ্রাম- দুর্গাপুর, খাজরা, উপজেলা -আশাশুনি, জেলা-সাতক্ষীরা তিনি বলেন আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ **পক্ষ পালন এবং বিভিন্ন দিবস পালন** সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আমরা আরো জানতে পেরেছি পরিবারে নারী নির্যাতন বেড়ে যাওয়ার কারনে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ **পক্ষ পালন** পালন হচ্ছে।

প্রিয়াংক দাস, গ্রাম- দুর্গাপুর, খাজরা, উপজেলা -আশাশুনি, জেলা-সাতক্ষীরা তিনি বলেন আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ **পক্ষ পালন এবং বিভিন্ন দিবস পালন** এর ফলে নারী নির্যাতন হলে প্রতিবাদ করতে পারবো।

মমতাজ খাতুন, গ্রাম- প্রতাপনগর, উপজেলা -আশাশুনি, জেলা-সাতক্ষীরা তিনি বলেন আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতনের এখনো আছে। এখন ভিন্ন নামে যৌতুক প্রথা চালু আছে। বাবার বাড়ি থেকে টাকা পয়সা জিনিস পত্র না আন্তে পারলে মারধর, বাবা মা তুলে গালিগালাজ করে তারপর মেয়ে হলে দোষ বউ এর। সন্তান না হলেও দোষ বউ এর।

সোনালী বিশ্বাস, গ্রাম- পরামানিকপাড়া, প্রতাপনগর, উপজেলা -আশাশুনি, জেলা-সাতক্ষীরা তিনি বলেন শ্বাশুরী এবং বউমার ঝগরা, এর ফলে সংসারে অশান্তি লেগেই থাকে।

ক্র: নং	দিবসের নাম	তারিখ	স্থান	মন্তব্য
০১	আন্তর্জাতিক নারী দিবস	৮ মার্চ ২০২৫	আশাশুনি উপজেলার ৫টি ইউনিয়ন	
০২	বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস	৭ এপ্রিল ২০২৫	আশাশুনি উপজেলার ৫টি ইউনিয়ন	
০৩	জাতীয় কন্যাশিশু দিবস	৩০ সেপ্টম্বর ২০২৫	আশাশুনি উপজেলার ৫টি ইউনিয়ন	
০৪	আন্তর্জাতিক নারী নির্জাতন প্রতিরোধ দিবস	২৭ নভেম্বর ২০২৫	আশাশুনি উপজেলার ৫টি ইউনিয়ন	

ফ্যাসিলিটেট ২ ডেস ট্রেনিং ফর সিএসও মেম্বারস্ অন অপারেশনাল এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট:

দলিত এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক বঞ্চনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প বাস্তবয়নের লক্ষে ১২ মে ২০২৫ থেকে ১৩ মে ২০২৫ কারিখ পর্যন্ত দুই দিন ব্যাপি **ফ্যাসিলিটেট ২ ডেস ট্রেনিং ফর সিএসও মেম্বারস্ অন অপারেশনাল এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যার** ভেন্যু : গনকল্যাণ ট্রাষ্ট প্রশিক্ষণকেন্দ্র,পূর্বদাশপাড়া, মানিকগঞ্জ । দলিত এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক বঞ্চনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সিএসও দের মাঠ পর্যায় কার্যক্রম বাস্তয়ন পদ্ধতি এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারনা লাভ করতে পারবে। উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন ক্রিশ্চিয়ান এইড এর প্রতিনিধি আল্পনা দত্ত, নাগরিক উদ্যোগের প্রোগ্রাম ম্যানেজার নাদিরা পারভীন, ম্যানেজার (অর্থ ও প্রশাসন)সরদার জাহিদুর ইসলাম , সিনিয়র ফিন্যান্স অফিসার গবিন্দ চন্দ্র কর, ম্যানেজার (মানব সম্পদ) মো. মিজানুর রহমান, নাগরিক উদ্যোগ প্রোগ্রাম অফিসার মানিক রঞ্জন দাস ও তিনটি সিএসও আশার প্রদীপ সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (আসুস),দাকোপ, খুলনা এর ৩ জন, উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, আশাশুনি, সাতক্ষআরা এর ২ জন ও প্রতিভা সংস্থা, পাইকগাছা, খুলনা এর -এর ৩ জন ৮ জন। প্রশিক্ষক হিসাবে সমগ্র প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন ক্রিশ্চিয়ান এইড এর প্রতিনিধি আল্পনা দত্ত এবং সিনিয়র ফিন্যান্স অফিসার গবিন্দ চন্দ্র কর সার্বিক সহযোগীতা করেন নাগরিক উদ্যোগের প্রোগ্রাম ম্যানেজার নাদীরা পারভীন, প্রোগ্রাম অফিসার মানিক রঞ্জন দাস ।

বাই-মান্থলি মিটিং অব এমআরপি এন্ড ভলেন্টিয়ারস্ টু ফাইন্ড আউট এন্ড এড্রেস চ্যালেঞ্জেস:

২৫ জুন ২০২৫ উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থার প্রধান কার্যালয়, তালা, সাতক্ষীরায় দলিত এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক বঞ্চনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্পের ৩য় দ্বি-মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি সিএসও (আসুস, উদ্দীপ্ত ও প্রতিভা) এর ৩ জন ইডি, ৩ জন উপজেলা ভলান্টিয়ার, ৩ জন একাউন্টেন্ট এবং ৭ জন এমআরপি (আসুস হতে ১ জন, প্রতিভা ১ জন ও উদ্দীপ্ত ৫ জন) এবং নাগরিক উদ্যোগের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মানিক রঞ্জন দাস। সমগ্র সভাটি সঞ্চালনা করেন উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থার সিএসই প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার মনিশংকর হালদার।

এরপর বিগত মাসের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের পতিবেদন পাঠ করেন যথাক্রমে উদ্দীপ্ত, আসুস ও প্রতিভা সংস্থার পিও। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সংস্থার কার্যক্রমকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন। ৩টি সিএসও এর পক্ষ থেকে তিন জন পিও তাদের এই পর্যন্ত বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রতিবেদন নাগরিক উদ্যোগের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মানিক রঞ্জন দাস এর নিকট জমা দেন। যাহা নিম্নে প্রদান করা হলো।

কোড নং	প্রোগ্রামের নাম	ইউএমইউএস	আসুস	প্রতিভা	মন্তব্য
৫.১.৯	বাই-মান্থলি	১	-	-	
৫.২.২	কমিউনিটি সদস্যদের নিয়ে উঠান বৈঠাক	১৫	১৫	১৫	
৫.২.৩	স্কুল ভিত্তিক ইয়ুথ গ্রুপ(ছাত্র-ছাত্রী) এর মিটিং	০	০	৫	
৫.২.৩	কমিউনিটি ভিত্তিক ইয়ুথ (যুবদের) এর মিটিং	-	-	-	
৫.২.৪	চ্যালেঞ্জ এবং সাকসেস স্টোরী	০	০	৪	
৫.৩.১	ইউনিয়ন পরিষদের সাথে ডায়লগ মিটিং	৫	৪	৩	
৫.৩.২	উপজেলা পরিষদের সাথে লবী মিটিং	০	০	১	
৫.৩.৩	জেলা লেভেল মিটিং	-	-	-	
৫.৩.৬	রেফারেল সার্ভিসেস টিম গঠন	১	১	১	
৫.৩.৭	আত্মকর্মস্থানের জন্য নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	০	০	০	
৫.৪. ১	স্থানীয় সেবাদানকারীদের সাথে ত্রৈমাসিক মিটিং	১	১	১	

ফরমেশন এন্ড সাপোর্ট টু ১৫ কমিউনিটি বেইজড্ অর্গানাইজেশন (সিবিওস) এন্ড ১৫ কমিউনিটি ইয়ুথ:
সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার আশাশুনিসদর ইউনিয়ন, শোভনালী ইউনিয়ন , কাদাকাটি ইউনিয়ন, খাজরা ইউনিয়ন এবং প্রতাপনগর ইউনিয়নের 'দলিত এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক বঞ্চনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
আশাশুনি উপজেলায় সিবিও কমিটি -৫টি এবং ইয়ুথ ক্লাব -৫ টি মোট ১০ টি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	সিবিও কমিটি, ২৫ জন	ইয়ুথ ক্লাব, ২০জন	
০১	আশাশুনিসদর সইউনিয়ন	আশাশুনি গাছতলা-১	কোদন্ডা হাইস্কুল -১	
০২	শোভনালী ইউনিয়ন	গোদাড়া - ১	বদরতলা হাইস্কুল -১	
০৩	কাদাকাটি ইউনিয়ন	যদুয়ারডাঙ্গা -১	টেংরাখালী হাইস্কুল -১	
০৪	খাজরা ইউনিয়ন	দুর্গাপুর -১	খাজরা হাইস্কুল -১	
০৫	প্রতাপনগর ইউনিয়ন	পরামানিক- -১	প্রতাপনগর হাইস্কুল- ১	

ফ্যাসিলিটেট ৩০০ কোর্ট ইয়ার্ড সেশনস্ উইথ কমিউনিটি পিপল অন রাইটস্, জেন্ডার, জিবিভি, ইম্প্যাক্ট অব ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড একসেস টু বেসিক সার্ভিসেস:
দলিত এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক বঞ্চনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সিবিও নেতা, দলিত এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীদের নিয়ে উঠান বৈঠাক অনুষ্ঠিত হয়, বৈঠাক এ যে যে বিষয় আলোচনা করা হয় যেমন অধিকার , মানবাধিকার , জেন্ডার, জিবিভি, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব,বাল্য বিবাহ

রোধ,স্বাস্থ্য ও প্রজনন পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারে। অধিকার , মানবাধিকার , জেন্ডার, জিবিভি, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব,বাল্য বিবাহ রোধ,স্বাস্থ্য ও প্রজনন। সাধনা দাস শোভনালী, উপজেলা -আশাশুনি, জেলা-সাতক্ষীরা তিনি বলেন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, অধিকার , মানবাধিকার সম্পর্কে জানতে পেরেছি। তিনি আরো বলেন এই মিটিং আরো বেশী করে করতে হবে যাতে অনেক সদস্য এটা জানতে পারে। নারীর ক্ষমতায়নকে মান-মর্যাদার সাথে দেখতে হবে, নারী-পুরুষ সমানভাবে একে অপরকে সহযোগিতা করবে এবং নারীর মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় এমন কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে হবে।

ফ্যাসিলিটেট ৯০ সেশনস্ উইথ কমিউনিটি পিপল অন রাইটস্, জেন্ডার, জিবিভি, ইম্প্যাক্ট অব ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড একসেস টু বেসিক সার্ভিসে

দলিত এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠী শিক্ষার্থীদের নিয়ে মিটিং অনুষ্ঠিত হয়, মিটিং এ যে বিষয় আলোচনা করা হয় যেমন অধিকার , মানবাধিকার , জেন্ডার, জিবিভি, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা, আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারে অধিকার , মানবাধিকার , জেন্ডার, জিবিভি, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব । অনামিকা রায়, আশাশুনি, উপজেলা -আশাশুনি, জেলা-সাতক্ষীরা তিনি বলেন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এর প্রভাবে ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। আমরা যারা স্কুলে পড়ি তারা দলিত এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক বঞ্চনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আমরা সহযোগীতা করবো,
কর্ম এলাকার ইউনিয়নের কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে যৌন, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিকের কর্মকর্তা,

অর্গানাইজ ডায়ালগ উইথ দ্যা লোকাল ইউনিয়ন পরিষদ অন দ্যা রাইটস্, এসআরএইচআর, জিবিভি, ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন এন্ড একসেস টু এভেইলেবেল সার্ভিসেস ইস্যুস্ অব দলিত এন্ড আদার মাইনোরিটি কমিউনিটিজ

নিশিতা দাস সিবিও সদস্য বলেন, হতদরিদ্র দলিত এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠির জায়গাজমি কম হওয়ায় তাদের কাজের দরকার এবং তারা সাহায্য চাই না কাজ চাই।

উদয় কান্তি বাছাড় ইউ পি সদস্য তিনি ওয়াদা করে বলেন তার ৫ নং ওয়ার্ডে যত সুযোগ সুবিধা আসবে তার একটা অংশ অবশ্যই হতদরিদ্র দলিত এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠি পাবে

জয়ন্তী রানী মন্ডল নির্বাহী পরিচালক ইউএমইউএস প্রকল্পের বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করে শোভনালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সাহেব তার পরিষদের সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

মাওঃ আবু বকর ছিদ্দীক , চেয়ারম্যান শোভনালী ইউনিয়ন পরিষদ, তিনি তার পরিষদের যাবতীয় সুবিধা সমূহ পাওয়ারযোগ্য দলিত এবং অনগ্রসরদের দেওয়ার আশ্বাস দেন এবং টুম্পা দাস ও সাধনা দাসকে সেলাই মেশিন এবং মায়া দাস কে ঘর প্রদানের ঘোষনা দেন।

অর্গানাইজ হাফ ইয়ারলি এডভোকেসি মিটিং উইথ দ্যা লোকাল উপজেলা এডমিনিস্ট্রেশনস্ অন একসেস টু এভেইলেবেল সার্ভিসেস:

উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ,সুশিল সমাজ, সাংবাদিক , এনজিও প্রতিনিধি এবং দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারে মানুষ স্বাধীন ভাবে জন্ম গ্রহন করে মর্যদার অধিকারে সবাই সমান। সরকারী যে সমস্থ সুবিধা থাকে তা অসহায় দরিদ্র দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া উচিত।

লক্ষী রানী দাস সিবিও নেতা খাজরা আশাশুনি তিনি কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরেন যেমন পানীয় জল, কর্মসংস্থান, লোনাপানিতে মাছ ধরার কারণে নারীদের জরায়ু ক্যানসার, পানি নিষ্কাসন, রাস্তা খারাপ।

আশাশুনি উপজেলার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা সনজীব কুমার দাশ তিনি বলেন তার অফিসের সরকারী যে সমস্থ সুবিধা থাকে তা অসহায় দরিদ্র দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মধ্যে বন্টন করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন

আশাশুনি উপজেলার মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সাইদুল ইসলাম তিনি বলেন তার অফিসের সরকারী যে সমস্থ সুবিধা থাকে তা অসহায় দরিদ্র দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মধ্যে বন্টন করা এবং সরাসরি অফিসে আসার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন

দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করবেন এবং বিভিন্ন সরকারি পরিষেবায় লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর অভগম্যতা বৃদ্ধি পাবে।

পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে সিএসই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এবং দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী প্রতিনিধিরা সরাসরি আলোচনা করতে পারছে এবং বিভিন্ন সরকারি পরিষেবার জন্য আলোচনা করছে।

প্রকল্পের অধীন পরিচালিত গবেষণার ফলাফল অবহিত করার জন্য স্টেকহোল্ডাদের সাথে জেলা পর্যায়ে এডভোকেসী সভার আয়োজন।:

বর্তমান সমস্যঃ আশাশুনি উপজেলায় পানীয় জল, আশাশুনির বেড়িবাধ, কর্মসংস্থান, লোনাপানিতে মাছ ধরার কারণে নারীদের জরায়ু ক্যানসার, পানি নিস্কাসন, রাস্তা খারাপ, সরকারি সুযোগ সুবিধা কম পাওয়া।

জয়ন্তী রানী মন্ডল নির্বাহী পরিচালক উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, তিনি শুভেচ্ছা বক্তব্য এর মাধ্যমে দলিত এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠির সামাজিক বঞ্চনা ও জলবায়ু পরির্বতনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প এর কার্যক্রেমের বর্ননা এবং সংস্থার পরিচিতি ও প্রকল্পের সমস্যর কথা তুলে ধরেন ।

কর্মসুচি ব্যবস্থাক নাদিরা পারভীন সিএসই প্রকল্পের লক্ষ ও উদ্দেশ্য এবং প্রকল্পের সম্পাদিত কার্যক্রম উপস্থাপন করেন।

গবেষক দল তাদের গবেষনা লব্ধ তথ্য উপস্থাপন করেন, সভায় উপস্থাপিত তথ্যে বলা হয়, বাংলাদেশে প্রায় ৬৫ লাখ দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মানুষ এখনও সামাজিক বৈষম্য, বঞ্চনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সেবা থেকে দূরে অবস্থান করছেন। গবেষণা প্রতিবেদনে জানানো হয়, দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গত তিন দশকে ২০ থেকে ৩০ কিলোমিটার অভ্যন্তরে লবনাক্ততা প্রবেশ করেছে। এ পরিস্থিতিতে কৃষি, পশুপালন, জীবনধারণের পানি, স্বাস্থ্য, জীবিকা ও সামাজিক স্থিতিশীলতা সবই হুমকির মুখে পড়েছে। বিশেষ করে দলিত নারীরা- যাদের জীবন ঝুঁকি, বৈষম্য, সহিংসতা, স্বাস্থ্যঝুঁকি ও পরিচয় বৈষম্যের জটিল বাস্তবতায় নিমজ্জিত।

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, সাতক্ষীরার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) শেখ মইনুল ইসলাম মঈন তিনি জানান এর মধ্যে সাতক্ষীরার উপকূলীয় আশাশুনি, শ্যামনগর, সুপেয় পানির একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। তিনি গবেষকদের নেগেটিভ কিছু নাবলার জন্য বলেন।দলিত এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠির উন্নয়নের কথ বলেন।

মোঃ রোকনুজ্জামান, সহকারী পরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, সাতক্ষীরা। তিনি বলেন সমাজ সেবা অফিসের মাধ্যমে বহু প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয় স্বামী পরিত্যাক্তা, বিধবা, বয়স্ক, প্রতিবন্দী তালিকা দিলে যাচাই বাছাই করে প্রাপ্য হলে অবশ্যই পাবে। তিনি বলেন বাল্য বিবাহের কুফল, অধিকার, বয়সন্ধিকাল, স্বাস্থ্য ও প্রজনন, আবাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা সম্পর্কে ।

সন্জীত কুমার দাস, উপ পরিচালক, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সাতক্ষীরা। তিনি বলেন যুব উন্নয়নের অফিসের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় , দলিত এবং আনগ্রসর জনগোষ্ঠির কোন কেউ থাকলে তার নাম দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তাদের জন্য অফিস এর দুয়ার উন্মুক্ত যে কোন তথ্য জানার জন্য চলে আসতে পারে তবে মাঝখানে কোন দালাল জাতীয় লোক আনা যাবে না।

সাপোর্ট ৬০ দলিত এন্ড মাইনোরিটি উইমেন থ্রু স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং:

সরকারী কর্মকর্তাগণ এবং সুশিল সমাজ এলাকার দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, দক্ষতা উন্নয়নের মাদ্যমে কিভাবে উন্নয়ন করা যায়।

সুপ্রিয়া মন্ডল, গ্রাম- আশাশুনি, উপজেলা -আশাশুনি, জেলা-সাতক্ষীরা তিনি বলেন, হতদরিদ্র দলিত এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠির জায়গাজমি কম বাড়িতে বসে সহজে দর্জি কাজ করে আর্থিক ভাবে লাভবান হওয়া যায়।

প্রশিক্ষক সুধা রানী সরকার বলেন দর্জি প্রশিক্ষণের জন্য ৫ দিন সময় অনেক কম, এত অল্প সময়ে ভালোভাবে দর্জি কাজ মেখানো খুব কঠিন কাজ। তবে তারা যাতে প্রশিক্ষণ শেষে বাড়ি ফিরে গিয়ে দর্জি কাজ করতে তার ব্যবস্থা করা হবে। পেটিকোর্ট, সেলোয়ার, কামিস, ব্লাউজ, শিশুদের প্যান্ট, ম্যাকসি, সেমিস ইত্যাদী।

মোঃ বেলাল হোসেন, প্রশিক্ষক মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর আশাশুনি, সাতক্ষীরা। তিনি বলেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন নারীদের বিভিন্ন বিষয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় , দলিত এবং আনগ্রসর জনগোষ্ঠির কোন কেউ থাকলে তার নাম দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তাদের জন্য অফিস এর দুয়ার উন্মুক্ত যে কোন প্রয়োজনে তথ্য জানার জন্য চলে আসতে পারে তবে মাঝখানে কোন দালাল জাতীয় লোক আনা যাবে না।

আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারে মানুষ স্বাধীন ভাবে জন্ম গ্রহন করে মর্যদার অধিকারে সবাই সমান।

লক্ষী রানী দাস সিবিও নেতা ও দর্জি প্রশিক্ষনার্থী খাজরা ইউনিয়ন,তিনি বলেন, আমরা সাহায্য চাই না আমরা কাজ করে অর্থ আয় করতে চাই।

কমলা রানী, গ্রাম- আশাশুনি, উপজেলা -আশাশুনি, জেলা-সাতক্ষীরা তিনি বলেন , হতদরিদ্র দলিত এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠির জায়গাজমি কম আইজিএ প্রশিক্ষণের দক্ষ হতে চাই।

সরকারী দপ্তরের মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মোঃ সাইদুল ইসলাম বলেন নিজদের দপ্তর থেকে যে যে সুবিধা পওয়া যায় তা সবই দরিদ্র দলিত এবং অনগ্রসর জনগোষ্টীর অগ্রধিকার দেওয়ার আস্বাস প্রদান করেন। তিনি সকল প্রশিক্ষনর্থীদের উপকরণ যেমন ১টি পেটিকোর্টের পিচ, ১টি ব্লাউজ এর পিচ, ১টি কাইচি এবং ১টি ফিতা বিতরণ করেন।

জয়ন্তী রানী মন্ডল, নির্বাহী পরিচালক, উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা,তালা, সাতক্ষীরা। তিনি বলেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং যুব উন্নয়নের অফিসের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় , দলিত এবং আনগ্রসর জনগোষ্ঠির কোন কেউ থাকলে তার নাম দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তাদের জন্য অফিস এর দুয়ার উন্মুক্ত যে কোন তথ্য জানার জন্য জানার জন্য যোগাযো রাখতে পারে।

কোয়ার্টারলি মিটিং উইথ লোকাল সার্ভিস প্রোভাইডারস্ ফর স্টেনথেনিং নেটওয়ার্কিং এন্ড রেফারাল সার্ভিসেস:

আলোচনাার মাধ্যমে জানতে পারে মানুষ স্বাধীন ভাবে জন্ম গ্রহন করে মর্যদার অধিকারে সবাই সমান।

বর্তমান সমস্যতুলে ধরেন লক্ষী রানী দাস সিবিও নেতা খাজরা ইউনিয়ন পানীয় জলের অভাব, আশাশুনির বেড়িবাধ, কর্মসংস্থান এর অভাব, লোনাপানিতে মাছ ধরার কারণে নারীদের জরায়ু ক্যানসার, পানি নিস্কাসন ব্যবস্থা না থাকা, রাস্তা খারাপ

সরকারী দপ্তরের মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মোঃ সাইদুল ইসলাম বলেন নিজদের দপ্তর থেকে যে যে সুবিধা পওয়া যায় তা সবই দরিদ্র দলিত এবং অনগ্রসর জনগোষ্টীর অগ্রধিকার দেওয়ার আস্বাস প্রদান করেন

মোঃ কুতুব উদ্দীন, সহকারী যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আশাশুনি তিনি বলেন যুব উন্নয়নের অফিসের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় , দলিত এবং আনগ্রসর জনগোষ্ঠির কোন কেউ থাকলে তার নাম দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তাদের জন্য অফিস এর দুয়ার উন্মুক্ত যে কোন তথ্য জানার জন্য চলে আসতে পারে তবে মাঝখানে কোন দালাল জাতীয় লোক আনা যাবে না।

সেলিম শাহারিয়ার সমাজ সেবা অফিস আশাশুনি তিনি বলেন সমাজ সেবা অফিসের মাধ্যমে বহু প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয় স্বামী পরিত্যাক্তা, বিধবা, বয়স্ক, প্রতিবন্দী তালিকা দিলে যাচাই বাছাই করে প্রাপ্য হলে অবশ্যই পাবে। তিনি বলেন বাল্য বিবাহের কুফল, অধিকার, বয়সন্ধিকাল, স্বাস্থ্য ও প্রজনন, আবাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা সম্পর্কে ।

রমা রানী, গ্রাম- আশাশুনি, উপজেলা -আশাশুনি, জেলা-সাতক্ষীরা তিনি বলেন , হতদরিদ্র দলিত এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠির জায়গাজমি কম বাড়ির আঙ্গিনায় সব্জি চাষের ব্যবস্থা করতে পারলে হতো।

উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থায় বর্তমানে নিম্নোক্ত প্রকল্প চলমান আছে :

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	দাতা সংস্থার নাম	বাস্তবায়িত কর্ম এলাকা
০১	ন্যাশনাল অ্যাডভান্সমেন্ট ফর গর্ভনেন্স অ্যান্ড রাইটস ইনিশিয়েটিভ ইন কমিনিউনিটিস (নাগরিক) প্রকল্প	GFA Consulting Group,Garmany সহযোগী সংস্থা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা: উই ক্যান বাংলাদেশ।	তালা উপজেলার খলিষখালী ও ইসলামকাটি ইউনিয়ন

ন্যাশনাল অ্যাডভান্সমেন্ট ফর গর্ভনেন্স অ্যান্ড রাইটস ইনিশিয়েটিভ ইন কমিনিউনিটিস (নাগরিক) প্রকল্প।

নাগরিকতা:

বাংলাদেশ ১৬ কোটির বেশি মানুষের দেশ। সাম্প্রতিক দশকে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। তবে শাসন ব্যবস্থা, মানবাধিকার এবং জেন্ডার সমতার ক্ষেত্রে এখনো বাধা সৃষ্টি করছে। বিশেষ করে এসডিজি ৫, যা জেন্ডার সমতা অর্জন ও নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য নিবেদিত এবং এসডিজি ১৬ যা নায়পরায়ন, শান্তিপুর্ন এবং অন্তভুক্তিমুলক সমাজ গঠনের লক্ষে কাজ করে সেখানে বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন। বাংলাদেশের নাগরিক সম্পৃক্ততার একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে। বিষেশত শ্রম অধিকার, সমাজিক ন্যায় বিচার এবং জেন্ডার সমতার ক্ষেত্রে। নাগরিক সমাজ জনমত গঠনে এবং নীতি সংস্কারের দাবিতে গুরুত্বপুর্ন ভুমিকা পালন করে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নাগরিক সমাজের কাজ করার পরিবেশ ক্রমেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। এই বাস্তবতায় "নাগরিকতা: সিভিবক এনগেজমেন্ট ফান্ড (CEF)" একটি সময়োপযগী এবং কৌশলগত উদ্যোগ যার লক্ষ্য নাগরিক সমাজকে সক্রিয় করা এবং এই গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে সরকারের সঙ্গে জবাবদিহিতামুলক সম্পর্ক গড়ে তোলা । এই উদ্যেগে কৌশলগত অংশীদার হিসেবে এমজেএফ নির্বচিত হয়েছে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে এমজেএফ 'নাগরিক" নামের একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, যার লক্ষ্য হলো অংশগ্রহনমুলক নাগরিক সম্পৃক্তাতা উৎসাহিত করা। বিশেষ করে নারী, যুবসমাজ, আদিবাসি এবং প্রতিবন্ধি নাগরিকসহ প্রান্তিক জনগোষ্টির কণ্ঠস্বর তুলে ধরা এবং সরকারী প্রতিষ্টানসমুহে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির

মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করা। এই প্রকল্প এমজেএফ এর মুল লক্ষ্য ও অঙ্গিকার অর্থাৎ " সকল নাগরিকের একটি মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা" এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপুর্ন, বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্টির গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অর্থবহ অংশগ্রহন এবং স্থানীয় জাতীয় পর্যায়ে নীতিনির্ধারনে প্রভাব রাখার সুযোগ করে দেওয়া।

লক্ষ্য:

নারী, যুব এবং প্রান্তিক জনগোষ্টিসহ নাগরিক সমাজের কণ্ঠস্বর শক্তিশালী করা, তাদের প্রতিনিধিত্ব ও স্বীকৃতি বৃদ্ধি করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহন ও অধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকার চাওয়ার প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহন বৃদ্ধি করা।

আউটকামসমূহ :-

উদ্দেশ্য ১: সিভিল সোসাইটির সহযোগিতা, অংশীদারত্ব এবং নেটওয়ার্ক সম্প্রসারন।
উদ্দেশ্য ২: সিভিল সোসাইটি সংগঠন ও সরকারের মধ্যে সহযোগিতা, সংলাপ এবং নীতিগত আলোচনা বৃদ্ধি করা।
উদ্দেশ্য ৩: সিভিল সোসাইটি সংগঠন এবং স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্বের দক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়ন।
উদ্দেশ্য ৪: সকল স্তরে নাগরিকদের সম্পৃক্ততা ও সক্রিয়তা বৃদ্ধি।

কর্ম এলাকা ও উদ্দীষ্ট জনগোষ্টি:-

সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার খলিষখালী ও ইসলামকাটি ইউনিয়নের "ন্যাশনাল অ্যাডভান্সমেন্ট ফর গর্ভনেন্স অ্যান্ড রাইটস ইনিশিয়েটিভ ইন কমিনিউনিটিস (নাগরিক)" প্রকল্প নিম্নে বিস্তারিত কর্মএলাকা দেওয়া হলো-

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম	জনসংখ্যা/ সম্প্রদায়
০১	০১	০২	২২টি	
সাতক্ষীরা	তালা	১.ইসলামকাটি	০১. বারাত	দাস
			০২. ভবানিপুর	জেলে
			০৩. ইসলামকাটি দাসপাড়া	দাস
			০৪. ইসলামকাটি	পাটনি
			০৫. বাউখোলা	জেলে
			০৬. সুজনশাহা	দাস
			০৭. নারানপুর	বেয়ারা/সরদার
			০৮.পরানপুর	জেলে
			০৯.গোপালপুর	জেলে
			১০.ঘোনা	দাস
		২. খলিষখালী	১. কাদিকাটি	দাস
			২. গনেশপুর	বিধবা/ অন্যান্য
			৩. বাগমারা	প্রতিবন্ধি/অন্যান্য
			৪. কৃষ্ণনগর (চর)	আদিবাসি
			৫.,দুর্গাপুর(গাছা)	আদিবাসি
			৬. কাশিয়াডাংগা	কায়পুত্র
			৯.চোমরখালী	অন্যান্য
			১০.দুধলী	জেলে
			১১. শুকতিয়া	জেলে
			১২.খলিষখালি(দক্ষিনপাড়া)	প্রতিবন্ধি/অন্যান্য

সম্পাদিত কার্যবলী:- ২০২৫

ক্রঃ নং	কর্মসূচীর নামঃ	লক্ষ্য	অর্জন	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		
				নারী	পুরুষ	মোট
১	ইসলামকাটি ইউনিয়ন নাগরিক ফোরাম গঠন	০১	০১	১৬	১৪	৩০ জন
২	খলিষখালী ইউনিয়ন নাগরিক ফোরাম গঠন	০১	০১	১৪	১৬	৩০ জন
৩	তালা উপজেলা নাগরিক ফোরাম গঠন	০১	০১	১৪	১১	২৫ জন

৪	ইসলামকাটি ইউনিয়ন নাগরিক ফোরাম ত্রৈমাসিক সভা	০১	০১	১৫	১৩	২৮ জন
৫	খলিষখালী ইউনিয়ন নাগরিক ফোরাম ত্রৈমাসিক সভা	০১	০১	১৫	১২	২৭ জন
৬	আর্ন্তজাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৫ পালন	০১	০১	৩৬	২৪	৬০ জন
৭	সামাজিক জবাবদিহিতা টুলস বিষয়ক প্রশিক্ষন	০১	০১	১৯	১১	৩০ জন
৮	সামাজিক জবাবদিহিতায় নেতৃত্ব,অ্যাডভোকেসি, নেটয়ার্কিং প্রশিক্ষন	০১	০১	২১	১৩	৩৪ জন
৯	সোশ্যাল অডিট অফ পাবলিক সার্ভিস	০১	০১	৪	৬	১০ জন
১০	বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা ভাতাভোগীদের জরিপ	০১	০১	৪	৪	৮ জন
১১	নারী পক্ষ দিবস পালন ২০২৫	০১	০১	৪৮	১২	৬০ জন
১২	খলিষখালী ইউনিয়নে মতবিনিময় সভা	০১	০১	১০	১২	২২ জন
১৩	ইসলামকাটি ইউনিয়নে মতবিনিময় সভা	০১	০১	৯	১৮	২৭ জন
১৪	নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সচেতনামুলক গননাটক(স্বপ্ন নিয়ে জীবনগড়ি)	০১	০১	৬৪	১০৫	১৬৯ জন
১৫	নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সচেতনামুলক গন নাটক (স্বপ্ন নিয়ে জীবন গড়ি)	০১	০১	১৫১	১০৯	২৬০ জন
১৬	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচিতে প্রান্তিক জনগোষ্টির অধিকার এবং আমাদের করনীয় বিষয়ে সংলাপ সভা	০১	০১	২১	১৯	৪০ জন
১৭	ইসলামকাটি ইউনিয়ন নাগরিক ফোরাম ত্রৈমাসিক সভা	০১	০১	১৪	১১	২৫ জন
১৮	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচিতে প্রান্তিক জনগোষ্টির অধিকার এবং আমাদের করনীয় বিষয়ে গনশুনানী	০১	০১	৫০	২৫	৭৫ জন
১৯	তালা উপজেলা নাগরিক ফোরাম ত্রৈমাসিক সভা	০১	০১	১১	১০	২১ জন
২০	খলিষখালী ইউনিয়ন নাগরিক ফোরাম ত্রৈমাসিক সভা	০১	০১	১৩	১২	২৫ জন
	সর্বমোট =	২০	২০	৫৪৯	৪৫৭	১০০৬

২০২৫ সালে প্রকল্প ২টি দিবস উৎযাপনঃ

ক্রঃনং	দিবসের নাম	তারিখ	স্থান	মন্তব্য
০১	আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস	২৮-০৯-২০২৫	উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি হলরুম,তালা,সাতক্ষীরা।	
০২	নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে ১৬ দিনের কর্মকান্ড (নারী পক্ষ দিবস)	২৫-১১-২০২৫	তালা উপজেলা পরিষদ হলরুম, তালা, সাতক্ষীরা।	

আর্ন্তজাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৫ পালনঃ

আজ ২৮ সেপ্টেম্বর রোজ রবিবার 'সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা উদ্যোগে ''পরিবেশের তথ্য ডিজিটাল যুগে হোক সুনিশ্চিত'' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে যথাযথ মর্যাদায় আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৫ উদযাপন করা হয়। নাগরিকঃ ন্যাশনাল অ্যাডভান্সমেন্ট ফর গর্ভনেন্স অ্যান্ড রাইটস ইনিশিয়েটিভস ইন কমিউনিটিস প্রকল্প এর আওতায় উক্ত দিবসটি উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সুমা সরকার, তালা উপজেলা নাগরিক কমিটির সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার রেজাউল করিম উপজেলা আইসিটি অফিসার, তালা,

সাতক্ষীরা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দেবকি রানী অফিস সহকারী, উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর তালা, সাতক্ষীরা । মুক্তি রানী ঘোষ, উপজেলা তথ্য কর্মকর্তা, উপজেলা তথ্য আপা কার্যালয়,তালা, সাতক্ষীরা। সাংবাদিক জুলফিকার রায়হান, তালা প্রেসক্লাব আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির উপস্থিতিতে তালা শিল্পকলা একাডেমি থেকে শুরু করে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে আবার শিল্পকলা একাডেমীতে র‍্যালি শেষ হয়। উক্ত আলোচনা সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসের তাৎপর্য সমন্ধে আলোচনা করেন, জয়ন্তী রানী মন্ডল, নির্বাহী পরিচালক, উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা। বক্তব্য রাখেন উপজেলা নাগরিক ফোরামের সভাপতি, সুমা সরকার। উক্ত র‍্যালির অংশগ্রহণ অতিথিবৃন্দ সহ খলিশখালী ইউনিয়ন নাগরিক ফোরাম সভাপতি পিন্টু ঘোষ, ইসলামকাটি ইউনিয়নের নাগরিক ফোরামের সভাপতি, সাবিত্রী সরকার, উপজেলা ফোরামের সাধারণ সম্পাদক, সরস্বতী রানী দাস ইউনিয়ন ও উপজেলার নাগরিক ফোরামের সদস্যগণ, প্রতিবন্ধী, আদিবাসী, প্রান্তিক নারী, বিধবা নারী, সুশীল সমাজ, স্বেচ্ছাসেবক, সাংবাদিক প্রতিনিধিগণ তথ্য অধিকার দিবস২০২৫ উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথি তার মূল্যবান বক্তব্যে তথ্য অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং সার্বিক ভাবে এই প্রকল্পের কার্যক্রমে সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থার প্রজেক্ট অফিসার মনিশংকর হালদার।

তালা উপজেলা নাগরিক ফোরাম গঠন :

তালা উপজেলা নাগরিক ফোরাম গঠনের লক্ষ্যে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় ওয়ার্ড পর্যায়ের স্থানীয় প্রান্তিক জনগোষ্টির দলিত, আদিবাসী, প্রান্তিক নারী-তালাক প্রাপ্ত, বিধবা, একা নারী, যুবক, বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি- প্রতিবন্ধি, প্রতিনিধিগন ও সুশিল সমাজ, সমাজসেবক সহ অন্যান্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিগন অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থিত অতিথিগন নাগরিক প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন এবং জয়ন্তী রানী মন্ডল । উক্ত কমিটি স্থানীয় প্রশাসন এবং সেবাদান প্রতিষ্ঠানের সাথে জবাবদিহিতা, নিশ্চিতকরনে পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর জোরদার করা, এসডিজি ৫ ও এসডিজি ১৬ অর্জনের লক্ষ্যে উক্ত কমিটি কাজ করবে। সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল নিয়ে স্থানীয় সরকাররের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করবে,

সামাজিক জবাবদিহিতা টুলস বিষয়ক প্রশিক্ষন :

উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থার হলরুমে নাগরিক প্রকল্পের আওতায় ১৮/১১/২০২৫ তারিখ সামাজিক জবাবদিহিতার টুলস বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে আয়োজন করেন উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা ও আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট । প্রকল্পটিতে অর্থায়ন করেছে এম্বাসি অব সুইজারল্যান্ড, গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডা ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, জয়ন্তী রানী মন্ডল এবং প্রধান অতিথি

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তালা উপজেলার সমাজসেবা অফিসার মোঃ কবিরুজ্জামান বিশেষ অতিথি তালা উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের টেন্ডিং অফিসার আলেয়া খাতুন এবং সাংবাদিক জুলফিকার রায়হান সহ সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচিতে প্রান্তিক জনগোষ্টির অধিকার এবং আমাদের করনীয় বিষয়ে সংলাপ সভা :

নাগরিক প্রকল্পের আওতায় উদ্দীপ্ত মহিলা সংস্থার আয়োজনে ০১. ১২. ২০২৫ ইং তারিখ স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে Dailouge with group leader,s and local administration (সংলাপ)অনুষ্ঠিত হয় তালা উপজেলা প্রাণিসম্পদ হলরুমে। উপজেলা নাগরিক কমিটির সভাপতি এবং দলিত নেতা, উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থার সহ-সভাপতি সরস্বতী রানী দাস এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, মোঃ শরিফুল ইসলাম তালা উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, আশুতোষ কুমার বিশ্বাস তালা উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, আলেয়া খাতুন তালা, মহিলা বিষয়ক প্রশিক্ষক কর্মকর্তা, মোহাম্মদ আবুল কবিরুলজামান সমাজসেবার সরকারি হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা , তথ্য আপা এবং নাগরিক ফোরাম সদস্যগন অংশগ্রকারী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। মিটিং পরিচালনা করেন সিএসই প্রকল্পের প্রজেক্ট অফিসার, মনিশংকর হালদার, উদ্দীপ্ত সংস্থা ও গৌতম দাস, প্রজেক্ট অফিসার উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা । সংলাপ সভার আলোচ্য বিষয় : ১.বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা ভাতার আবেদন প্রক্রিয়া ২. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচিতে সেবা সুবিধা গ্রহনে প্রান্তিক মানুষদের জন্য অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করা ৩.সরকারী সেবাগুলো প্রান্তিক মানুষদের জন্য সহজলভ্য করা ৪ সেবা গ্রহিতা ও সেবা দাতা পক্ষগুলো মধ্যে সম্মানজনক যোগাযোগ বৃদ্ধিও মাধ্যমে দুরত্ব কমিয়ে আনা ।৫. সরকারী সেবা সমুহের প্রচারনা,নিয়মিত তদারকি,প্রান্তিক জনগোষ্টির চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ রাখা.৬.বাজেটে বরাদ্দের পরিমান বাড়ানো প্রয়োজন।

সোশ্যাল অডিট অফ পাবলিক সার্ভিস :

আজ ২৩/১১/২০২৫ ইং তারিখ উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা তালা, সাতক্ষীরা কর্তৃক আয়োজিত দিনব্যাপী সোশ্যাল অডিট অফ পাবলিক সার্ভিস বিষয়ক কর্মশালা তালা উপজেলা সমাজসেবার কর্মকর্তার হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়।পরবর্তীতে সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয় এবং খলিষখালী ইউনিয়ন ও ইসলামকাটি ইউনিয়ন পরিষদের ডাটা কালেকশন করা হয়। কর্মশালায় তালা সমাজসেবা

অধিদপ্তরের উচ্চমান সহকারী যুক্ত হিসাব রক্ষক কর্মকর্তা বিভিন্ন তথ্য দিযয়ে সহযোগিতা করেন এবং প্রকল্পের যে কোনো সহযোগিতা করার আশ্বাস প্রদান করেন। উক্ত কর্মশালায় আরো সহযোগিতা প্রদান করেন নাগরিক কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং প্রজেক্ট অফিসার গৌতম দাস । সমাজসেবা কর্মকর্তা প্রতিশ্রুতি দেয় যে, বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা ভাতার আবেদন প্রক্রিয়া, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচিতে সেবা সুবিধা গ্রহনে প্রান্তিক মানুষদের জন্য অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করা ,সরকারী সেবাগুলো প্রান্তিক মানুষদের জন্য সহজলভ্য করা , সেবা গ্রহিতা ও সেবা দাতা পক্ষগুলো মধ্যে সম্মানজনক যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে দুরত্ব কমিয়ে আনা এবং সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে অবগত করার আশ্বাস প্রদান করেন।

বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা ভাতাভোগীদের জরিপ

ভিশন ও মিশন:

ভিশন: দেশের দুঃস্থ, অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত, তালাকপ্রাপ্ত ও স্বামীনিগৃহীতা এবং বিধবাদের সামাজিক সুরক্ষা, কল্যাণ ও উন্নয়ন।

মিশন:

১. বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান;
২. পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি;
৩. আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে তাদের মনোবল জোরদার করণ;
৪. দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করা;
৫. চিকিৎসা ও পুষ্টি সরবরাহ বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান;
৬. বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতাদের কল্যাণ ও সামাজিক সুরক্ষায় সরকার কর্তৃক গৃহীত স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় সন্নিবেশিত বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখা।

নাগরিক প্রকল্পের আলোকে সমাজসেবার তথ্য নিয়ে মাঠ পর্যায়ে আমাদের জরিপের ২ ইউনিয়নে যথাক্রমে ইসলামকাটি ইউনিয়নে উপকারভোগী ৬০ জন এবং ভাতাভোগীর আওতায় আসেনি ৪০ জন মোট ১০০ জন ও খলিষখালী ইউনিয়নে উপকারভোগী ৬০ জন এবং ভাতাভোগীর আওতায় আসেনি ৪০ জন মোট ১০০ জন সর্বমোট ২০০ জনের। উক্ত জরিপের তথ্য উপজেলা সংলাপ সভায় ও গনশুনানীতে রিপোর্ট আকারে উপস্থাপিত করা হবে । ইসলামকাটি, খলিসখালি ইউনিয়ন নাগরিক কমিটির ৮জন সদস্যগন জরিপ কৃত তথ্য অনুযায়ী সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলায় খলিশখালি ও ইসলামকাটি ইউনিয়নের অধিকাংশ ভাতাপ্রাপ্ত বিধবা ভাতার টাকা ওষুধ কিনতে ব্যয় করে তালা উপজেলা বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতাপ্রাপ্ত নারীদের অধিকাংশই হতদরিদ্র এবং দরিদ্র শ্রেণীর। তারা এই ভাতার টাকা নিজেদের জন্য ওষুধ কিনতে ব্যয় করেন। উপজেলার দু'টি ইউনিয়নে প্রায় দুই শত জনের উপর জরিপ করে দেখা যায় যে, তালা উপজেলা গণশুনানীতে এলাকার ভাতাপ্রাপ্ত, ভাতার জন্য আবেদন করে না পাওয়া বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা ও স্বামী নিগৃহীতারারা উপস্থিত ছিলেন। আলোচ নাগরিক প্রকল্পের আওতায় তালার খলিশখালী ও ইসলামকাটি ইউনিয়নের নাগরিক ফোরাম নিজ এলাকায় গত ২৪ - ২৮নভেম্বর২০২৫ এই জরিপ পরিচালনা করে। জরিপকালে ১২০জন ভাতাপ্রাপ্তদের মধ্যে ৭০ জনই জানান যে, তারা ভাতার টাকায় নিজেদের জন্য ওষুধ কিনে থাকেন। ৩০ জন কেনেন খাদ্য সামগ্রী। ২০ জন খাদ্য ও ওষুধ দুটোর জন্যই ভাতার টাকা ব্যয় করেন। ভাতার পরিমাণ অপ্রতুল দাবি করে তারা ভাতা বৃদ্ধির জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।জরিপে আরও উঠে আসে যে, হতদরিদ্র ও দরিদ্র এসব প্রান্তিক নারীদের অধিকাংশই নিরক্ষর। অনেকে প্রাথমিকের গন্ডি পার হননি। সন্তোষজনক শিক্ষা না থাকায় এসব নারীরা নিজেদের

জীবন মান উন্নয়নে কার্যকর সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করতে পারেননি। গণশুনানী থেকে জানানো হয়, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতাসহ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বিষয়ে প্রান্ড়িক মানুষদের মাঝে তথ্য প্রবাহ বাড়ানো প্রয়োজন। তা ছাড়া তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে তুলনামূলক বয়স্কদের অগ্রাধিকার দেয়া, ৬২ বছর বয়স পূর্ণ হওয়া নারীদের বয়স্ক ভাতার আওতায় নিয়ে বিধবা ভাতায় নতুন নাম অন্ড়র্ভুক্ত করা এবং বিধবা ভাতার টাকা বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়।প্রান্ড়িক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় এবং রাষ্ট্রীয় সেবা সুবিধায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে "নাগরিক" প্রকল্পের আওতায় সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলায় উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা দু'টি ইউনিয়নে নাগরিক ফোরাম জরিপের কাজ সমাপ্ত করছেন।

নারী পক্ষ দিবস পালন ২০২৫:

সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলায় উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ২০২৫ উপলক্ষে নাগরিক প্রকল্পের র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলায় উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে আজ ২৫ নভেম্বর মঙ্গলবার সকালে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ পালনে তালা উপজেলা পরিষদে রেলি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় তালা উপজেলা নাগরিক ফোরাম। তালা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সুমা সরকার, সভাপতি উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা তালা, সাতক্ষীরা। প্রধান অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন তালা উপজেলা পি আই ও কর্মকর্তা মো: আশরাফ হোসেন, বিশেষ অতিথি হিসেবে ফেরদৌস হোসেন জায়েদ এআইও তালা ইউএনও অফিস এবং মো: তালিম হোসেন ইউডিএফ কর্মকর্তা তালা , মো: কবিরুজ্জামান সমাজসেবা ইউএসএসও তালা , দেবকী রানী রায় , মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও এনজিও প্রতিনিধি, সুশিলসমাজ , সাংবাদিকবৃন্দ। আলোচনা সভায় বক্তারা গণমাধ্যমে প্রকাশিত পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, সরকারের নানামুখী পদক্ষেপ সত্ত্বেও বাল্যবিয়ে কমানো যাচ্ছ না। এখনও দেশে প্রতি দুই জনে এক জনের বাল্যবিয়ে হচ্ছে। শহরের তুলনায় গ্রামীণ সমাজে বাল্যবিয়ের প্রবণতা অনেক বেশী। বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে প্রশাসনের পাশাপাশি কমিউনিটি লিডারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। তালা উপজেলা নাগরিক ফোরাম, ইসলামকাটি ও খলিষখালী ইউনিয়ন নাগরিক ফোরাম বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে প্রশাসনকে সাথে নিয়ে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। সভায় জানানো হয়, চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে দেশে ৩৬৩টি পারিবারিক সহিংসতায় ৩২২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ২০৮ জন নারী ও শিশু খুন হয়েছেন। শুধু স্বামীর হাতেই খুন হন ১৩৩ নারী। স্বামীর পরিবারের সদস্যদের হাতে ৪২ জন এবং নিজ পরিবারের সদস্যদের হাতে ৩৩ জন খুন হন। পারিবারিক সহিংসতার জেরে আত্মহত্যা করেন ১১৪ জন। জাতীয় নারী সুরক্ষা হেল্প লাইন ১০৯ এর তথ্য অনুযায়ি, এই সাত মাসে শারিরীক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার নারীর জন্য আইনী সহায়তা চেয়ে প্রায় ৪৯ হাজার কল এসেছে। বক্তারা এই পরিস্থিতিকে নারীর মানবাধিকার ও লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা বলে উলে-খ করেন।উলে-খ্য, ১৯৮১ সালে দক্ষিণ আমেরিকার এক নারী সম্মেলনে ২৫ নভেম্বরকে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা দেয়া হয়। ১৯৯৩ সালে বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলনে দিবসটিকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ দিবসটি পালনের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিলে বিভিন্ন দেশে পাশাপাশি সময়ের কয়েকটি দিবসের সমন্বয়ে ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ পালন করা শুরু হয়। এই সময়কালে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিবসের মধ্যে রয়েছে ২ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দাসপ্রথা বিলোপ দিবস, ৩ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস, ৫ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবা দিবস, ৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া দিবস ও ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস।

নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সচেতনামুলক গন নাটক (স্বপ্ন নিয়ে জীবন গড়ি)

আজ ৩০/১১/২০২৫ তারিখ রোজ রবিবার বিকাল ৩.০০ ঘটিকার সময়, নাগরিক প্রকল্পের আওতায় এম্বাসি অব সুইজারল্যান্ড, গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডা ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) এর সহযোগিতায় আমরাই পারি ও সহযোগী সংস্থা, উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, তালা, সাতক্ষীরা এর আয়োজনে পথ নাটক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ৭ নং ইসলামকাটি ইউনিয়ন ঘোনা দাসপাড়া গ্রামে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতনামূল গণনাটক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। নাটক এর নাম " স্বপ্ন নিয়ে জীবন গড়ি" নাটকটি পরিচালনায় ছিলেন উদ্দীপ্ত গণনাট্য দল। উপস্থিত ছিলেন, সহযোগী সংস্থা উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, জয়ন্তী রানী মন্ডল, ইসলামকাটি নাগরিক কমিটির সদস্যবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিক, ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার শেখ এজাহার আলী সহ আরো উপস্থিত ছিলেন নাগরিক প্রকল্পের ফিল্ড অফিসার, সহ প্রায় ২৬০ জন নারী-পুরুষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। স্বপ্ন নিয়ে জীবন গড়ি নাটক দেখে দর্শকরা বাল্যবিয়ের ফলে যে নারী নির্যাতন, যৌতুকের কুফল ও সুফল সম্পর্কে ধারনা বৃদ্ধি পায় এবং গন সচেতনা বৃদ্ধি করার জন্য দর্শক অঙ্গীকারবদ্ধ হন। নাটক দেখে জন সাধারনরা কম বয়সে বাল্য বিয়ে না দেওয়ার অংগিকার করেন। যৌতুক না দেওয়ার অংগিকার করেন, নারী নির্যাতন হলে ১০৯ নাম্বারে কল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন । মেয়েদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। বাল্য বিয়ের কারনে মা ও শিশুর মৃত্য ঘটতে পারে। নাটকের দৃশ্যে নাগরিক কমিটির ন্যায় প্রত্যেক ইউনিয়নে ১ টি করে কমিটি থাকলে সচেতনতা বৃদ্ধি হতো। সচেতনার মাধ্যমে মেয়েদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা সম্ভব।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচিতে প্রান্তিক জনগোষ্টির অধিকার এবং আমাদের করনীয় বিষয়ে গনশুনানী:

০৩শে ডিসেম্বর ২০২৫ বুধবার সকাল ১০.৩০ ঘটিকার সময় গণশুনানি অনুষ্ঠান তালা শিল্পকলা মিলান আয়তনে অনুষ্ঠিত হয়. মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে উই ক্যান বাংলাদেশ এর সহায়তায় উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা তালা, সাতক্ষীরা বাস্তবায়নে নাগরিক প্রকল্পের আওতায় তালা শিল্পকলা একাডেমী ভবনে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অধিকার এবং আমাদের করণীয় বিষয়ক গনশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। সরস্বতী দাস, সহ-সভাপতি উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, তালা, সাতক্ষীরা এর সভাপতিত্বে এবং প্রধান অতিথি জনাব তারেক হাসান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, তালা, সাতক্ষীরা। বিশেষ অতিথি মুক্তি রানী ঘোষ, উপজেলা তথ্য আপা। দেবকি রানী রায়, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার প্রতিনিধি। মোহাম্মদ কবিরুজ্জামান উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার প্রতিনিধি, প্রশান্ত দাস পরিসংখ্যান অধিদপ্তরের কর্মকর্তার প্রতিনিধি উক্ত গনশুনানিতে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন, উপজেলা কার্যালয় তাদের দপ্তরের বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে নাগরিক কমিটির সদস্যবৃন্দ প্রশ্ন করেন। প্রশ্নগুলোর উত্তর উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন ও তাদের দপ্তরের সেবা সম্পর্কে উপস্থিত জনগণকে অবহিত করেন। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দিলীপ কুমার দাস উপদেষ্টা, উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, তালা উপজেলার নাগরিক কমিটির সভাপতি সুমা সরকার ও ইসলামকাটি, খলিসখালি ইউনিয়ন নাগরিক কমিটির সভাপতি সহ অন্যান্য সদস্যগন। গণ শুনানিতে জরিপ কৃত তথ্য অনুযায়ী সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলায় খলিশখালি ও ইসলামকাটি ইউনিয়নের অধিকাংশ ভাতাপ্রাপ্ত বিধবা ভাতার টাকা ওষুধ কিনতে ব্যয় করে তালা উপজেলা বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতাপ্রাপ্ত নারীদের অধিকাংশই হতদরিদ্র এবং দরিদ্র শ্রেণীর। তারা এই ভাতার টাকা নিজেদের জন্য ওষুধ কিনতে ব্যয় করেন। উপজেলার দু'টি ইউনিয়নে প্রায় দুই শত জনের উপর জরিপ করে দেখা যায় যে, তালা উপজেলা গণশুনানীতে এলাকার ভাতাপ্রাপ্ত, ভাতার জন্য আবেদন করে না পাওয়া বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা ও স্বামী নিগৃহীতারারা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার নাগরিক নেতা গণশুনানী পরিচালনা ও সামাজিক নিরীক্ষার প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

গণশুনানিতে জানানো হয়, নাগরিক প্রকল্পের আওতায় তালার খলিশখালী ও ইসলামকাটি ইউনিয়নের নাগরিক ফোরাম নিজ এলাকায় গত ২৪ থেকে ২৮ নভেম্বর ২০২৫ এই জরিপ পরিচালনা করে। জরিপকালে ১২০জন ভাতা প্রাপ্তদের মধ্যে ৭০ জনই জানান যে, তারা ভাতার টাকায় নিজেদের জন্য ওষুধ কিনে থাকেন। ৩০ জন কেনেন খাদ্য সামগ্রী। ২০ জন খাদ্য ও ওষুধ দুটোর জন্যই ভাতার টাকা ব্যয় করেন। ভাতার পরিমাণ অপ্রতুল দাবি করে তারা ভাতা বৃদ্ধির জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। জরিপে আরও উঠে আসে যে, হতদরিদ্র ও দরিদ্র এসব প্রান্তিক নারীদের অধিকাংশই নিরক্ষর। অনেকে প্রাথমিকের গণ্ডি পার হননি। সন্তোষজনক শিক্ষা না থাকায় এসব নারীরা নিজেদের জীবন মান উন্নয়নে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেননি। গণশুনানী থেকে জানানো হয়, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতাসহ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বিষয়ে প্রান্তিক মানুষদের মাঝে তথ্য প্রবাহ বাড়ানো প্রয়োজন। তা ছাড়া তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে তুলনামূলক বয়স্কদের অগ্রাধিকার দেয়া, ৬২ বছর বয়স পূর্ণ হওয়া নারীদের বয়স্ক ভাতার আওতায় নিয়ে বিধবা ভাতায় নতুন নাম অন্তর্ভুক্ত করা এবং বিধবা ভাতার টাকা বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় এবং রাষ্ট্রীয় সেবা সুবিধায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে "নাগরিক" প্রকল্পের আওতায় সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলায় উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা দু'টি ইউনিয়নে নাগরিক ফোরাম কাজ করছে এবং "নাগরিক" প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। উপজেলা নির্বাহি কর্মকর্তা বলেন যে, দলিত এবং অনগ্রসর জনগোষ্টির জন্য সার্বিক সহযোগিতা করবো। সমাজসেবা কর্মকর্তার প্রতিনিধি বলেন প্রতিশ্রুতি দেয় যে, বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা ভাতার আবেদন প্রক্রিয়া, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচিতে সেবা সুবিধা গ্রহনে প্রান্তিক মানুষদের জন্য অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করা, সরকারী সেবাগুলো প্রান্তিক মানুষদের জন্য সহজলভ্য করা, সেবা গ্রহিতা ও সেবা দাতা পক্ষগুলো মধ্যে সম্মানজনক যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে দুরত্ব কমিয়ে আনা, সরকারী সেবা সমুহের প্রচারনা, নিয়মিত তদারকি, প্রান্তিক জনগোষ্টির চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ রাখা এবং বাজেটে বরাদ্দের পরিমান বাড়ানো প্রয়োজন। উক্ত বিষয়গুলি আমি বা আমাদের দপ্তর দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্টির সুযোগ-সুবিধা বেশি পায় তার সহযোগিতা করবো এবং বাজেটে যাতে বরাদ্দ বেশি হয় তার জন্য উদ্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে অবগত করার আশ্বাস প্রদান করেন। প্রশান্ত দাস পরিসংখ্যান কর্মকর্তার প্রতিনিধি বলেন যে, আমাদের দপ্তর থেকে বিভিন্ন জরিপ কার্যক্রম হলে যুব দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। দেবকি রানী রায়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে বলেন যে, দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্টি জন্য আমাদের দপ্তর সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবেন। বিভিন্ন ট্রেনিং,বাল্যবিয়ে বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি সহ সকল সুযোগ সুবিধায় তাদের অগ্রাধিকার করা দেওয়া। উপজেলা তথ্য আপা মুক্তি রানী ঘোষ বলেন যে, দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্টির জন্য যত প্রকার তথ্য আছে তা দিয়ে আমি সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন ।

খলিষখালী ইউনিয়নে মতবিনিময় সভা:

আজ ২৭/১১/২০২৫ তারিখ রোজ বৃহস্পতি বার সকাল ১১ ঘটিকার সময়, নাগরিক প্রকল্পের আওতায় এম্বাসি অব সুইজারল্যান্ড, গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডা ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) এর সহযোগিতায় আমরাই পারি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, তালা -সাতক্ষীরার আয়োজনে Interface Meeting ৯ নম্বর খলিশখালী ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো: সাব্বির আহমেদ পলাশ, খলিষখালি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, নারী সংরক্ষিত প্রতিনিধিগন, ওর্য়াড মেম্বারগন উপস্থিত ছিলেন এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা নির্বাহী পরিচালক, জয়ন্তী রানী মন্ডল, খলিষখালি নাগরিক কমিটির সভাপতি পিন্টু ঘোষ এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সদস্যবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিক আরো উপস্থিত ছিলেন নাগরিক প্রকল্পের ফিল্ড অফিসার। মোল্লা সাবীর হোসেন চেয়ারম্যান, খলিষখালী ইউনিয়ন পরিষদ বলেন যে, উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা বিধবা ও স্বামী

নিগৃহিতা ভাতা জরিপের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য প্রতিষ্টানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আরো বলেন যে ২০২১ সালের পর থেকে উক্ত খাতে বরাদ্দ পাই নাই, উক্ত জরিপের মাধ্যমে সরকার উক্ত ভাতাভোগীদের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং ইউনিয়ন পরিষদের সকল প্রতিনিধি সহযোগিতা করবেন বলে ব্যাক্ত করেন। ওয়ার্ড সদস্য রবিউল ইসলাম বলেন যে, দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্টির জন্য এবং বিধবা অসহায় নারীদের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভাতা দেওয়ার আশ্বাস প্রদান করেন । আগামী ১/১২/২০২৫ তারিখে উপজেলা ডায়লগ মিটিংয়ে অংশগ্রহন করার সিদ্ধান্ত হয় এবং ৪/১২/২০২৫ তারিখে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচির প্রান্তিক জনগোষ্টির অধিকার এবং আমাদের করনীয় বিষয়ে বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা ভাতার গনশুনানীতে অংশগ্রহন করার সিদ্ধান্ত হয়।

ইসলামকাটি ইউনিয়নে মতবিনিময় সভাঃ

আজ ২৭/১১/২০২৫ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩.০০ ঘটিকার সময়, নাগরিক প্রকল্পের আওতায় এম্বাসি অব সুইজারল্যান্ড, গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডা ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) এর সহযোগিতায় আমরাই পারি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, তালা, সাতক্ষীরার আয়োজনে Interface Meeting ৭ নম্বর ইসলামকাটি ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো: এজার আলী, ইসলামকাটি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও নারী সংরক্ষিত প্রতিনিধিগন, ওর্য়াড মেম্বারগন উপস্থিত ছিলেন এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা নির্বাহী পরিচালক, জয়ন্তী রানী মন্ডল, সরস্বতী দাস, সহ-সভাপতি উদ্দীপ্ত, খলিষখালি নাগরিক কমিটির সভাপতি সাবিত্রী সরকার এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সদস্যবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিক আরো উপস্থিত ছিলেন নাগরিক প্রকল্পের ফিল্ড অফিসার, সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্যানেল চেয়ারম্যান মো: এজাহার আলী বলেন যে, উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা ভাতা জরিপের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য প্রতিষ্টাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আরো বলেন যে ২০২১ সালের পর থেকে উক্ত খাতে বরাদ্দ পাই নাই, উক্ত জরিপের মাধ্যমে সরকার উক্ত ভাতাভোগীদের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং ইউনিয়ন পরিষদের সকল প্রতিনিধি সহযোগিতা করবেন বলে ব্যাক্ত করেন। ওয়ার্ড সদস্য আলামিন বলেন যে, দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্টির জন্য এবং বিধবা অসহায় নারীদের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভাতা দেওয়ার আশ্বাস প্রদান করেন ।

তালা উপজেলা নাগরিক ফোরাম ত্রৈমাসিক সভাঃ

০৩-১২-২০২৫ তারিখ রোজ বুধবার বিকাল ৩:০০ ঘটিকার সময় তালা উপজেলা নাগরিক ফোরাম ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তালা উপজেলা নাগরিক ফোরাম ত্রৈমাসিক সভায় উপজেলা পর্যায়ের স্থানীয় প্রান্তিক জনগোষ্টির (দলিত, আদিবাসী, প্রান্তিক নারী-তালাক প্রাপ্ত, বিধবা, একা নারী, যুবক, বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি- প্রতিবন্ধি, প্রতিনিধিগন ও সুশিল সমাজ, সমাজসেবক সহ অন্যান্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিগন অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থিত অতিথিগন নাগরিক প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন এবং দিলীপ দাস তার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলেন, নাগরিক প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী ইউনিয়ন নাগরিক ফোরাম মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট কমিউনিটিদের সংঘঠিত করার মাধ্যমে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করা ও স্থানীয়ভাবে সংশ্লিষ্ট সমস্যা চিহ্নিত করে উদ্যোগ গ্রহন করা। উক্ত কমিটি স্থানীয় প্রশাসন এবং সেবাদান প্রতিষ্ঠানের সাথে জবাবদিহিতা, নিশ্চিতকরনে পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর জোরদার করা, এসডিজি ৫ ও এসডিজি ১৬

অর্জনের লক্ষ্যে উক্ত কমিটি কাজ করবে। সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল নিয়ে স্থানীয় সরকাররের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করবে, এই কমিটি ত্রৈমাসিক একটি করে সভার আয়োজন করবেন। সভার আলোচনার মাধ্যমে এলাকার সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধান করার চেষ্টা করবেন এবং এলাকার জনগোষ্টিদের সচেতনা বৃদ্ধি করবেন, স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্টীদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাবেন। উক্ত সভার আলোচ্য বিষয় সমুহ ১. গত সভার সিদ্ধান্ত যাচাই ২. প্রতিবন্ধি ভাতার কার্ডের জন্য অনলাইনে আবেদন। ৩. নারী নির্যাতন প্রতিরোধে জন্য পদক্ষেপ গ্রহন। ৪. বিবিধ। ১. গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে দেখা যায় যে, উপজেলা পর্যায়ে নাগরিকদের মধ্যে সক্রিয় অংশগ্রহনের মাধ্যমে তালা উপজেলা নাগরিক ফোরাম গঠন করা হয়, ২০ জন সদস্য নির্বাচিত করে উপজেলা নাগরিক ফোরাম গঠন করা হয়েছে এবং কমিঠি গঠনের ফলে এলাকার জনগোষ্টীর মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি ও তাদের জীবনমান উন্নযনের জন্য ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন কাজ অব্যাহত রেখেছে। ২. প্রতিবন্ধি ভাতার কার্ডের জন্য অনলাইনে আবেদন করার জন্য খলিষখালী নাগরিক ফোরাম ও ইসলামকাটি নাগরিক ফোরামকে সহযোগিতা করবেন এবং উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর এর সংগে যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ভাতা পাওয়ার জন্য উপজেলা নাগরিক কমিটি যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত হয়। ৩. উপজেলা নাগরিক ফোরামের উদ্যোগে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্টানের সংগে সেবা প্রাপ্তীর জন্য নিয়মিত যোগাযোগ করে যাচ্ছে। ৪. বিবিধঃ ইউনিয়ন পর্যায়ে সমস্যাগুলো দ্রুত চিহ্নিতকরন ও সমাধানের উপায় বের করার পরিকল্পনা গ্রহন করার সিদ্ধান্ত নেন এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট সভায় অংশগ্রহন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত হয়। সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরন অভিযান যেমন, নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, যৌন হয়রানি ইত্যাদি প্রতিরোধ, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচি উপকারভুগিদের তালিকা প্রস্তুত করে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদকে সহায়তা ও রির্পোট করা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয় রাখা, সামাজিক জবাবদিহিতা নিয়ে অ্যাডভোকেসি করা, জলবায়ু প্রভাব মোকাবেলা, জেন্ডার ভারসাম্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, দরিদ্র অসহায় মানুষের পক্ষে কাজ করার সিদ্ধান্ত হয়। উপজেলা নাগরিক ফোরামে নিয়মিত অংশগ্রহন ও দায়িত্ব পালন করা। ইউনিয়ন নাগরিক কমিটির সদস্যদের সংগে নিয়মিত যোগাযোগ করা, উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সেবাদান প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি রাখা। বিভিন্ন প্রশিক্ষন ও কমিটিতে অংশগ্রহন করা। সকল সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে উপরিক্ত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

আন্তজার্তিক গ্রামিন নারী দিবস-২০২৫

“দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠির ভূমি ও কৃষি ক্ষেত্রে নারী কৃষকদের অভিগম্যতা বাড়ানো”

তারিখ ঃ ২৩ অক্টোবর ২০২৫ইং

বাস্তবায়নে ঃ

উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা

ইমেইল: uddipto.org@gmail.com
www.uddipto.org
Facebook-uddipto mohila unnayan Sangstha.

সহযোগীতায় ঃ

আন্তজার্তিক গ্রামিন নারী দিবস-২০২৫

আন্তর্জাতিক প্রতিপাদ্য: "খাস জমিতে নারীর অধিকার নিশ্চিত করি: টেকসই কৃষি ও ন্যায়ভিত্তিক উন্নয়ন গড়ি"দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠির ভূমি ও কৃষি ক্ষেত্রে নারী কৃষকদের অভিগম্যতা বাড়ানোর লক্ষে ২৩ অক্টোবর ২০২৫ইংউ তারিখ, রোজ: বৃহস্পতিবার, সকাল ১১.০০ ঘটিকার সময় স্থান-তালা উপজেলা চত্তর/উদ্দীপ্ত প্রশিক্ষণ হলরুমে আন্তর্জাতিক গ্রামিন নারী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও মানব বন্ধন এবং স্বারকলিপি প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নডন সংস্থা বাস্তবায়নে ও এএলআরডি এর সহযোগিতায় উদযাপিত হলো আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ২০২৫।

গ্রামীণ নারীদের ভূমি অধিকার, কৃষিতে অংশগ্রহণ ও জলবায়ুর সহশীলতা নিশ্চিতকরণের দাবিতে, মানববন্ধন, আলোচনা সভা এবং স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

উক্ত দিনটি উপলক্ষে সকালে তালা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কলেজ সংলগ্ন এর সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় এবং পরে উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা কার্যালয় আলোচনা সভার আযয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন পুরুষ ০৯ জন এবং নারী ২৬ জন মোট ৩৫ জন।

উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন, ঊষা রানী দাস, দলিত নেত্রী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সরস্বতী রানী দাস, বিডিইআরএমের উপজেলা সভাপতি। বিশেষ অতিথি ছিলেন দিলীপকুমারদাস,সমাজকর্মী জুলফিকার রায়হান, সাংবাদিক, তালা প্রেসক্লাব এবং শুভ সরকার শিক্ষক উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন। মনিশংকার হালদার, প্রজেক্ট ম্যানেজার, উদ্দিপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, তালা- সাতক্ষীরা তিনি ধারণাপত্র পাঠ করেন, কৃষি ও ভূমিহীন নেত্রী অনেকেই বক্তব্য প্রদান করেন। এই দিবসের আলোচনায় নারীর ভূমিকা, টেকসই কৃষি উন্নয়ন, এবং ভূমিহীনদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যৌথ প্রচেষ্টার গুরত্ব তুলে ধরা হয়।

 # আন্তর্জাতিকগ্রামীণনারী দিবস ২০২৫

নারীরক্ষমতায়ন #ভূমিহীনঅধিকার #গ্রামীণউন্নয়ন এবং গ্রামীণ নারীর ভূমিকা ভূমি অধিকার কৃষিতে অংশগ্রহণ ও জলবায়ু সহনশীলতা নিশ্চিতকরণের দাবিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়,

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ঊষা রানী দাস, দলিত নেত্রী।

ঊষা রানী দাস, তিনি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন **আন্তর্জাতিক গ্রামিন নারী দিবসের প্রতিপাদ্য:** "খাস জমিতে নারীর অধিকার নিশ্চিত করি: টেকসই কৃষি ও ন্যায়ভিত্তিক উন্নয়ন গড়ি" **আমাদের স্লোগান:** "অধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন নারী ও কন্যার নিরাপদ অগ্রযাত্রায় দ্রুত আনো পরিবর্তন" তিনি বলে যে, আমাদের দেশের নারীরা বেশি নির্যাতনের শিকার কারন তারা কথা বলতে ভয় পায় এবং শিক্ষিত হার খুবই কম। শিক্ষার হার কম থাকায় নারী নির্যাতনের অন্যতম বড় কারন। আজ এই আন্তর্জাতিক প্রামিন নারী দিবসে আমি সকল মা বোনকে বলতে চাই, আপনারা আপনাদের মেয়ে ও ছেলেদের শিক্ষিত করেন এবং মেয়েদের কে কম বয়সে বাল্যবিবাহ দিবেন না, তাহলে একদিন নারী নির্যাতনের হার কমে আসবে। তিনি আরও বলেন যে,

প্রধান প্রতিবন্ধকতা:

১. **উত্তরাধিকার আইনের বৈষম্য:** ধর্মভিত্তিক পারিবারিক আইনের কারণে নারীরা সমান উত্তরাধিকার সুবিধা পাচ্ছে না।
২. **খাস জমির বণ্টনে বৈষম্য:** সরকারী খাস জমি ও জলমহাল বন্দোবস্তে নারীদের সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি।
৩. **নারী কৃষকের স্বীকৃতির অভাব:** কৃষি কাজের সাথে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও নারী কৃষকরা প্রয়োজনীয় সরকারি সুবিধা পাচ্ছেন না।
৪. **ভূমি নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় জটিলতা:** নারী মালিকানায় ভূমি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে উচ্চ খরচ ও সামাজিক বাধা রয়েছে।
৫. **নারী-পুরুষ মজুরি বৈষম্য:** কৃষি ও অন্যান্য খাতে নারীদের ন্যায্য মজুরি প্রদান করা হচ্ছে না।

নীতিগত সুপারিশ:

১. সমতাভিত্তিক পারিবারিক আইন প্রনয়ন:
- ধর্ম নিরপেক্ষ পারিবারিক আইন প্রণয়ন করতে হবে যাতে সব নারী সমান উত্তরাধিকার সুবিধা পায়।

২. খাসজমি ও জলমহাল বন্দোবস্তো প্রক্রিয়ায় নারীদের অগ্রাধিকার:
- একক নারী, বিধবা ও তালাকপ্রাপ্ত নারীদের খাসজমি ও জলমহাল বন্দোবস্তে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- নারী মৎস্যজীবীদের জলমহাল ব্যবহারের নিশ্চয়তা প্রদান করতে নারী জেলেদের মৎস্যজীবী কার্ড দিতে হবে।

৩. নারী কৃষকের স্বীকৃতি ও সরকারি সহায়তা:
- নারী কৃষকদের স্বীকৃতি দিয়ে তাদের আলাদা তালিকা প্রণয়ন করতে হবে।
- প্রণোদনা, প্রশিক্ষণ ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

৪. ভূমি নিবন্ধন সহজীকরণ ও খরচ কমানো:
- নারীদের জন্য ভূমি নিবন্ধন ফি হ্রাস করা ও যৌথ মালিকানার সংস্কৃতি উৎসাহিত করতে হবে।

৫. নারী-পুরুষ সমমজুরি বাস্তবায়ন:
- সকল খাতে নারী-পুরুষের সমমজুরি নিশ্চিত করতে শ্রম আইন কার্যকর করতে হবে।

৬. সিডও সনদের সংরক্ষণ প্রত্যাহার:
নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দূর করতে সিডও সনদের অনুচ্ছেদ ২ ও ১৬ (সি) থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করতে হবে। উপরোক্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীর ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে, যা তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করবে। সরকার, নাগরিক সমাজ ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সম্মিলিত উদ্যোগই পারে একটি সমতা ভিত্তিক সমাজ গড়তে।

অনুষ্ঠানের দিলীপ কুমার দাস,সমাজ কর্মী।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দিলীপ কুমার দাস তিনি বলেন বাংলাদেশের অধিকাংশ নারী ভূমিহীন। ৯৬ শতাংশ জমির মালিক পুরষ, নারীদের মালিকানায় আছে মাত্র ৪ শতাংশ জমি। তবে এসব পরিসংখ্যান দরিদ্র নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ তাঁরা ভূমি ও সম্পদহীন। প্রান্তিক নারীরা

সরকারের খাস জমিতে প্রবেশাধিকার পান যৌথভাবে স্বামীর সাথে। কিন্তু একক বা বিধবা নারীর ক্ষেত্রে সক্ষম পুত্র সন্তানের শর্ত নারীর প্রতি চরম বৈষম্য প্রকাশ করে । মূলত বৈষম্য মূলক ক্ষমতা কাঠামো এবং পিতৃতান্ত্রিকতার কারনেই নারীরা ভূমির মালিকানা পাচ্ছে না। সরকারি তথ্যানুযায়ী ৭২.৬ শতাংশ নারী কৃষিকাজের সাথে জড়িত, অথচ, ভূমিতে তাঁদের কোনো নিয়ন্ত্রণ বা মালিকানা নেই, কৃষক হিসেবে তাঁরা স্বীকৃত নয় এবং শ্রমের ন্যায্য মজুরী পাওয়া থেকে ও তাঁরা বঞ্চিত। বাজার ব্যবস্থায় ও নেই তাঁদের প্রবেশাধিকার। ফলে তাঁরা অধিকতর ও বহুমাত্রিক দারিদ্রতার শিকার। বাংলাদেশে নারীরা পরিবারের কাছে, সমাজের কাছে সবখানে নির্যাতনের শিকার হয়, কিন্তু কি কারনে নির্যাতানের শিকার হয় সেগুলো আমাদের উপলব্ধ করতে হবে, আমাদের অধিকার আদায় করতে হলে প্রতিবাদ করতে হবে। কেউ কারো অধিকার দেয় না যার অধিকার সে নিজে আদায় করে নিতে হয়, আপনারা যতখন নিরব থাকবেন ততক্ষন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা আপনাদেরকে দমিয়ে রাখবে, আজ থেকে আপনাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে, বাল্য বিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে এবং মেয়েকে মেয়ে হিসাবে নয় ছেলে হিসাবে গড়ে তুলতে হবে এই আশা ব্যক্ত করে বক্তব্য শেষ করেন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথী, শুভ সরকার, শিক্ষক।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, **শুভ সরকার**, তিনি বলেন নারীর ভূমি অধিকার, নারীর কৃষি অধিকার, মজুরি বৈষম্য, নিয়ে আলোচনা করেন। ভূমি, কৃষি, পানি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদে প্রান্তিক ভূমিহীন, আদিবাসী ও সংখ্যালঘু নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করেছে। নারী ভূমি, কৃষি অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের জন্য অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। আজ বাংলাদেশে নারীদের অবস্থান পুরুষের চেয়ে কোন অংশে কম নেই। তারা রাষ্ট্র পরিচালনায় রয়েছে। বড়বড় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছে, বিমান চালায়, ট্রেনচালায়। যদি একজন নারী কে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা যায় তবে তার দিয়ে বিশ্ব জয় করা সম্ভব। তিনি নারীদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার আহবান জানান এবং পাশাপাশি পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর আহবান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথী, সরস্বতী রানী দাস, বিডিইআরএমের উপজেলা সভাপতি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সরস্বতী রানী দাস, তিনি বলেন খাসজমিতে নারীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণে খাসজমি বিতরণ ও বন্দোস্ত নীতিমালা সংশোধন এবং কৃষি কাজে নিয়োজিত নারী কৃষকের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতির দাবির স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলা। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে এবং নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সমর্থন ও বেগবান করা। খাদ্য সার্বভৌমত্ব, কৃষিসেবা, ঋণ, বাজারব্যবস্থা, ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে নারীর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সরকারের সাথে অ্যাডভোকেসি করা এবং স্থানীয় সরকারের নারী প্রতিনিধিদের অর্থবহ ক্ষমতায়নের দাবিকে জোরদার করা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে এবং নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সমর্থন করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা তৈরি করা। তিনি অনুষ্ঠানে মধ্যে কৃষি উদ্যেক্তাদের মাঝে কিছু প্রশ্ন করে, ৩জনকে বাছাই করে এবং পুরুষ্কার বিতরণ করেন। এতে তাদের কৃষি কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে এবং কৃষি কাজে নারীদের সম্মান ও পুরুষ্কার সরুপ কৃষি ক্ষেত্রে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

উক্ত আলোচনা সভা বিভিন্ন উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গ্রামীণ নারীর ভূমিকা ভূমি অধিকার কৃষিতে অংশগ্রহণ ও জলবায়ু সহনশীলতা নিশ্চিতকরণের দাবিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করার মধ্যদয়ে কার্যক্রম শেষ করা হয়। উপরিউক্ত সকল কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে সকল নারী জাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় এবং আন্তর্জাতিক গ্রামিন নারী দিবসের প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আগামী দিনে সকল নারীকে সাথে নিয়ে সম্বৃদ্ধ দেশ গড়ার অঙ্গীকার করা হয়।

প্রস্তুতকারী

মনিশংকর হালদার
প্রোগ্রাম অফিসার
উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা
তালা- সাতক্ষীরা।

UDDIPTO
Est: 2003

Uddipto Mohila Unnayan Sangstha (UMUS)

Organogram:

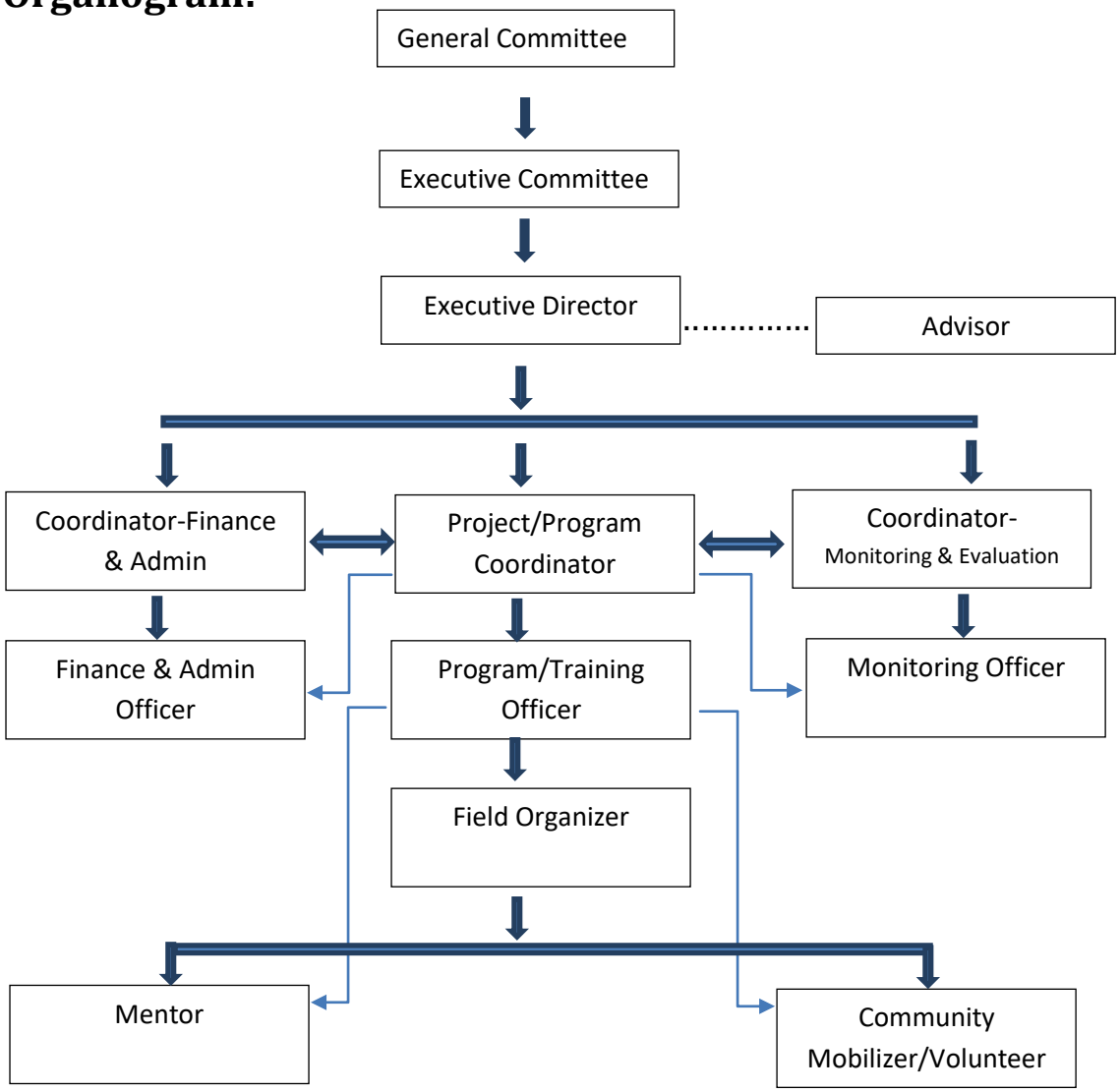

The organogram indicates the management and personnel structure of UMUS. It shows the vertical and horizontal relationship among the staff members. The organogram is set out above which will be revised from time to time with the changing requirement of UMUS.